প্রেম ও পরমার্থ।

কলিকাতা পটলডাঙ্গা পটুয়াটোলা নিবাসী

শ্রীগোবিনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, প্রণীত।

শ্রীপ্রবোধ প্রকাশ সেন গুপ্ত, এম, এ,

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

GUPTA PRESS.

CALCUTTA.

আশ্বিন ১৩০৩।

মূল্য চারি আনা।

PRINTED BY PROHLAD CHANDRA DAS,

GUPTA PRESS:

221, Cornwallis Street, Calcutta.

মুখবন্ধ।

"প্রেম ও পরমার্থ" প্রকাশিত হইল। আশা করি প্রেমিক ও পারমার্থিক উভয়েই ইহাতে স্ব স্ব হৃদয়ের ছায়া দেখিতে পাইবেন। প্রেম ও পরমার্থে বড় একটা বিভিন্নতা নাই। প্রেমে পরমার্থের বিকাশ ও স্ফূর্ত্তি; পরমার্থে প্রেমের লয় ও সার্থকতা। প্রেম পরমার্থের কায়া মাত্র। পরমার্থ ভাবের অবয়ব সংযুক্ত হইলে অর্থাৎ সাকার হইলেই প্রেম। যেখানে বিশুদ্ধ প্রেম দেখিতে পাইবে সেই খানেই ভগবানের অস্তিত্ব অনুভব করিবে। শিশুর সরলতায়, মাতার স্নেহে, সতীর অনুরাগে, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে সর্ব্বত্রই প্রেমরূপে পরমার্থের বিকাশ।

গ্রন্থকার প্রেমিক ও ভগবদ্ভক্ত। তাঁহার অস্থিমজ্জা যেন প্রেমে গঠিত। তিনি সমস্ত জগৎ প্রেমের চক্ষে দেখিয়া থাকেন, সকলই তাঁহার কাছে প্রেমময়। তিনি যাহা দেখেন তাহাই ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারেন না। গ্রন্থকারকেও যে দেখিয়াছে সেই ভালবাসিয়াছে।

"প্রেম ও পরমার্থে" যদি গ্রন্থকারের অতুল প্রেম ও ভক্তির এক কণা প্রতিফলিত হইয়া থাকে তাহা হইলে তাঁহার প্রেমাস্পদ প্রকাশকের আনন্দ রাখিবার স্থান থাকিবে না।

প্রকাশক।

উৎসর্গ।

প্রেমিক ও ভক্ত দুইজনেই এক জাতির লোক। প্রেমিক মানুষের ভক্ত, আর ভক্ত ঈশ্বর-প্রেমিক। প্রেমিক প্রিয়জনকে হৃদয়ের দেবতাজ্ঞানে পূজা করে, আর ভক্ত ভগবানকে প্রিয়তমজ্ঞানে বুকে করিয়া রাখে। প্রকৃত প্রেমিক জগতের প্রত্যেক বস্তুতে তাহার প্রিয়তমের ছবি অঙ্কিত দেখে, প্রকৃত ভক্ত ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ভগবান ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পায় না। প্রেমিক হইতে হইলে ভক্ত হওয়া চাই, আর প্রেমিক না হইলে ভক্ত হওয়া যায় না। প্রেমিক প্রেমের দাস, ভক্ত প্রেমময়ের দাস। প্রেমিক-ভক্ত সাক্ষাৎ ভগবান। ভগবান স্বয়ং প্রেমিক-চূড়ামণি। তাই, যাঁহারা প্রেমের উপাসক ও যাঁহারা পরমার্থ-সাধক তাঁহাদের করকমলে এই "প্রেম ও পরমার্থ" ধন সমর্পণ করিয়া উদ্দেশে সেই প্রেমময় পরম দেবতার শ্রীপাদপঙ্কজযুগলে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

গ্রন্থকার।

প্রেম ও পরমার্থ।

(১)

সূর্য্যের দিকে একবাব চাহিযা দেখিলে জগৎ অন্ধকাবময দেখায আব যে ধাবে চাও সেই ধাবেই সূর্য্য দেখিতে পাওয়া যায। তেমনি যে একবাব সেই জ্যোতির্ম্ময়েব দর্শন পাইযাছে জগৎ তাহার নিকট আঁধাবময, কাবণ সে যে ধাবেই চায সেই ধাবেই তাঁহাব জ্যোতি তাব চোকে পড়ে।

(২)

বৃষ্টির পর গাছেব পাতাগুলি কেমন পবিষ্কাব হয, তাহাদেব গাযে কণামাত্রও ধুলি থাকে না, তেমনি হৃদযের মলিন ভাব গুলি প্রেমাশ্রুনীবে ধুইযা যায়।

(৩)

যখন হৃদয বিগলিত হয তখনই নয়ন হইতে ধাবা বহিতে থাকে। প্রাণ পরিপূর্ণ হইলে স্বতঃই উচ্ছসিত হয়।

(৪)

চাঁদে কলঙ্ক কেন তা জান? হৃদয়ের মালিন্য স্বর্গে যাইলেও যে শোধরায় না, দয়াময় তাহা জগজ্জনকে দেখাইতেছেন।

(৫)

এই দেহে যতদিন প্রাণ থাকে ততদিন প্রদীপের তাপেও উহা পুড়িয়া যায় ও জ্বালা করিতে থাকে কিন্তু প্রাণ যখন আমাদের ছাড়িয়া পলায় তখন এই শরীর অক্লেশে জলন্ত চিতানলে শয়ন করে কোনও কষ্ট অনুভব করে না। সেইরূপ যতদিন আমাদের হৃদয়ে ভগবান বিরাজ করেন ততদিন পাপের সামান্য আঁচ লাগিলেই আমাদের অসহ্য হইয়া উঠে কিন্তু যখন আমরা তাঁহাকে ভুলিয়া থাকি তখন জ্বলন্ত পাপানলে পুড়িয়া মরিলেও তাহা খেয়াল্ হয় না।

(৬)

নদী যতক্ষণ পর্ব্বতের মস্তকে থাকে ততক্ষণ তাহার জল নির্ম্মল ও পবিত্র থাকে কিন্তু যখন ভূতলে অবতীর্ণ হয় অমনি তাহার জল মলিন ও কলুষিত হইতে থাকে। সেইরূপ আমরা যতদিন মার ক্রোড়ে থাকি ততদিন আমাদের আত্মা নির্ম্মল ও স্বচ্ছ থাকে আর যেই আমরা সংসারের সহিত মিশিতে আরম্ভ করি অমনি আমাদের মন ও আত্মা সংসারের কুটিলতা ও পাপের পঙ্কে পঙ্কিল হইতে থাকে।

(৭)

খড় কুটোই সমুদ্রের উপর ভাসে কিন্তু মণি রত্ন চিরকাল সাগরের তলায় পড়িয়া থাকে। হৃদয়ের যে সকল ভাব অসার

ও লঘু তাহাই ভাসিয়া উঠে ও মুখ দিয়া বাহির হয়। গভীর ভাব সকল অন্তরেই থাকিয়া যায়।

(৮)

দয়াময়! তুমি সর্ব্বদা আমাদের কাছে আছ, একদণ্ডও আমাদের ছাড়িয়া থাকিতে পার না বলিয়া বোধ হয় আমরা তোমাকে ভুলিয়া আছি। বিচ্ছেদে দিবানিশি প্রেমের সামগ্রীকে মনে পড়ে ও পাইবার ইচ্ছা হয় কিন্তু সর্ব্বদা তাহাকে কাছে পাইলে আর তত আগ্রহ থাকে না।

(৯)

আকের গোড়ার দিকেই মিষ্টি, যত ডগার দিকে যাইবে ততই স্বাদহীন ও জলের মত লাগে। মানবজীবনও সেইরূপ; শৈশবে জগৎ কি মধুর! কি মনোহর! কিন্তু যতই জীবনে অগ্রসর হইবে ততই তাহা বিস্বাদ বোধ হইবে, জগতের কিছুই আর ভাল লাগিবে না।

(১০)

পাহাড়ের ভিতর দুই এক ফোঁটা করিয়া বৃষ্টির জল জমিয়া ক্রমশঃ যখন পরিমাণে অধিক হয় তখন যে কোন প্রকারে হউক তাহা নির্গত হয়। আমাদেরও হৃদয়ে তদ্রূপ এক এক করিয়া অনেক দুঃখরাশি জন্মিলে তাহা পাষাণ হৃদয় ভেদ করিয়া চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় প্রবাহিত হইয়া অশ্রু নদীরূপে পরিণত হয়।

(১১)

আলোকে আঁধার, অমৃতে গরল, জীবনে মরণ, সুখে দুঃখ যেমন অন্তর্নিহিত সেইরূপ প্রেমে বিচ্ছেদও ওতপ্রোতভাবে সর্ব্বদা বিদ্যমান।

(১২)

দুর্গম পথে লোকে দ্রুতপদে চলিতে থাকে, শীঘ্র অতিক্রম করিতে পারিলে যেন বাঁচে। জীবও সেইরূপ এই ভবদুর্গম অতিক্রম করিতে পারিলে যেন সুস্থ হয় তাই প্রাণপণে ঊর্দ্ধ-শ্বাসে মৃত্যুর দিকে নিয়ত অগ্রসর হইতেছে।

(১৩)

চক্ষের জলে মন ভিজে না। হৃদয়ের শেল উঠান যায় না, উঠাইতে গেলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণও বহির্গত হইয়া আসে।

(১৪)

সাগরের জলকণাগণের সহিত খেলা করিতে করিতে চন্দ্র যখন সহসা পলাইয়া যায় জলকণাগণ ব্যাকুল হইয়া মেঘরূপে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে থাকে কিন্তু চাঁদ যখন পর্ব্বতের অন্তরালে লুকায় তখন তাহারা পাহাড়ে মাথা খুঁড়িতে থাকে ও চক্ষের জলে জগৎ ভাসাইয়া দেয়।

(১৫)

আমরা শূন্য লিখিতে হইলে একটী গোলাকার রেখা (০) টানি, ঈশ্বরও এই পৃথিবীর অকিঞ্চিৎকরত্ব জানাইবার জন্য ইহাকে গোলাকার করিয়াছেন।

(১৬)

যে জিনিষ দূর হইতে যত সুন্দর দেখায় তাহার যত নিকটে যাইবে ততই তাহার সৌন্দর্য্যের হ্রাস হইবে। চাঁদ দেখিতে কেমন সুন্দর কেমন উজ্জ্বল কিন্তু চন্দ্রলোকে যাও উহাকে ভিন্ন প্রকার দেখিবে।

(১৭)

রবি শশী উজ্জ্বল পদার্থেরই ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করে যাহার দীপ্তি নাই তাহাকে আরো দীপ্তিহীন করে।

(১৮)

সূর্য্য যখন মেঘের ভিতর গা ঢাকা দেন তখন তাঁহার উত্তাপ অধিকতর বৃদ্ধি হয়। আমরাও যখন কাহারও প্রতি রাগ বা ঘৃণা গোপন করিতে যাই তখন তাহা দ্বিগুণতর প্রকাশ হইয়া পড়ে।

(১৯)

পূর্ণিমার পর হইতে উঠিবার সময় তোমার মুখখানি লজ্জায় রক্তবর্ণ হয় কেন? পৃথিবীর নিয়মই আছে বৃদ্ধির পর হ্রাস হইবে, সকলেরই ঐরূপ হয়, তবে চন্দ্র! তোমার অত লজ্জা কেন?

(২০)

সুখের গোড়ায় "সু" আর দুখের গোড়ায় "দুঃ" কিন্তু শেষে দুইই এক।

(২১)

বৃক্ষের সর্ব্বোচ্চ শাখাগুলি অতি কোমল ও নম্র। মানুষের মধ্যেও তেমনি উন্নত হৃদয় ব্যক্তিগণই বিনয়ী ও শান্ত প্রকৃতি হন।

(২২)

চন্দ্রের কোমল সুশীতল কিরণে যেমন চন্দ্রকান্তশিলা দ্রবীভূত হয় তেমনি মিষ্ট কথায় পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যায়।

(২৩)

চাঁদ যখন আকাশ হইতে কুমুদিনীর প্রতি প্রেমের চক্ষে

চাহিয়া দেখেন তখন কুমুদিনীকে প্রফুল্লিত দেখিয়া তারাগণ বিষণ্ণ হয় কেন?

(২৪)

শুনা যায় পূর্ব্বকালে বাহ্য জগতে ঈশ্বরকে দেখিতে পাওয়া যাইত এখন বোধ হয় জগতের পাপের ভয়ে তিনি অন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন। তাই নয়ন না মুদিলে আর তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না।

(২৫)

শুষ্ক পাষাণ হইতে অমৃতময়ী নদী নিঃসৃত হয়। পাষাণ হৃদয়েও প্রেমের স্রোত অন্তর্নিহিত থাকিতে পারে।

(২৬)

চন্দ্রে কলঙ্ক, কুসুমে কীট, মৃণালে কণ্টক, হীরকে কাঠিন্য, কোকিলে মালিন্য, বিজলীতে বজ্রনাদ ত চিরকালই রহিয়াছে তা'বলে কি কেহ তাহাদের অনাদর করে? সেইরূপ প্রেমে বিচ্ছেদ ভয় থাকিলেও কেহ তাহা ছাড়িতে পারে না।

(২৭)

জগৎ! লোকে বলে তুমি পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু সে কথা মিথ্যা। কারণ দুঃখের সময় ত তোমার পরিবর্ত্তন অনুভব হয় না।

(২৮)

সূর্য্যের তেজের প্রতি আমরা চাহিতে পারি না, চোক ঝল্‌সাইয়া যায়, কিন্তু যখন উহা চন্দ্রে প্রতিবিম্বিত হয় তখন আমরা তাহা দেখিয়া নয়ন মন জুড়াই। উহার প্রচণ্ডতা তখন মধুরতায় পরিণত হয়। দুর্ব্বল মানবের পক্ষে দয়াময়ের সেই কোটী-রবি-জিনি দিব্য জ্যোতির্ম্ময় রূপ নিরীক্ষণ করা অসহ্য

হইবে বলিয়া তিনি তাঁহার রূপ আমাদের একেবারে না দেখাইয়া জগতের প্রত্যেক বস্তুতে তাহা প্রতিফলিত করিয়া রাখিয়াছেন। করুণাময় কৃপা করিয়া এরূপ না করিলে আমরা কোন কালেই তাঁহার অপূর্ব্ব রূপমাধুরি উপলব্ধি করিতে পারিতাম না।

(২৯)

পৃথিবীটা রোজ উল্‌টে যাচ্চে কিন্তু আমাদের খেয়ালই নাই। মানুষ এম্‌নি বেহুঁস্‌ই বটে!

(৩০)

চাঁদ উঠিলে কত শত কুমুদ প্রস্ফুটিত হয় কিন্তু যে কুমুদ একবার চাঁদের বিরহে শুকাইয়াছে তাহাকে কি কখনও পুনঃ প্রফুল্লিত হইতে দেখিয়াছ?

(৩১)

পঙ্ক হইতে জন্মিলেও পদ্ম দেবতার মস্তকে উঠে; আঁস্তাকুড়ে পড়িয়া থাকিলেও সোনার দাম কমে না; বিষধর সাপের মাথায় থাকে বলিয়া কি মণির আদর কমে? মাটির ভিতর থাকিলেও হীরকের ঔজ্জ্বল্য কোথায় যাইবে? কাঁটা গাছে গোলাপ জন্মে তা বলে কি তাহার সৌন্দর্য্যের বা সুগন্ধের অনাদর করে? ঝিনুকের ভিতর মুক্তা থাকে বলিয়া কি কেহ তাহা হৃদয়ে ধারণ করে না? প্রেম পদার্থও সেই রূপ। উহা পাপীর সহিত হইলেও পবিত্র দরিদ্রের সঙ্গে হইলেও অমূল্য।

(৩২)

ভালবাসায় দুঃখ আছে কিন্তু সে দুঃখে যে কতসুখ, ভালবাসায় জ্বালা আছে কিন্তু সে জ্বালাতেও যে কি অপূর্ব্ব শান্তি, ভালবাসায় নৈরাশ্য আছে কিন্তু সে নৈরাশ্যের ভিতর কিরূপ

আশাপূর্ণতা, ভালবাসার অযতনেও কত আদর, বিরক্তি বাক্যেও কত মাধুরি, রুষ্টমুখেও যে কি মধুর হাঁসি অন্তর্নিহিত তাহা যে ভাল বাসিয়াছে সেই জানে।

(৩৩)

সূর্য্য অস্ত যাইবার সময় বড় হয়, প্রদীপ নিবিবার সময় দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, চন্দ্র কৃষ্ণপক্ষারম্ভের পূর্ব্বদিন সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, নদী সাগরে মিশিবার সময় সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃতা, শ্বাস বহির্গত হইবার পূর্ব্বে প্রবল হয়, ফুলটী ঝরিয়া পড়িবার পূর্ব্বেই পূর্ণ-বিকসিত হয়, যৌবন পূর্ণ হইলেই জরার সূত্রপাত, অধিক উচ্চস্থানে উঠিলেই পতনের আশঙ্কা, অতএব ভাই! সোজা রাস্তায় চল।

(৩৪)

চন্দ্রের নিজের আলো নাই, সূর্য্যের দীপ্তিতে অত উজ্জ্বল ও অত মনোহর দেখায়; আমাদের হৃদয় অন্ধকারময় হইলেও ঈশ্বরের পবিত্র জ্যোতি পড়িয়া তাহা সুন্দর ও উজ্জ্বল করিয়া তুলে।

(৩৫)

ঘোর অন্ধকারে চাহিয়া থাকিলেও যা চক্ষু বুজাইলেও তা, দুই দিকেই সমান অন্ধকার। সেইরূপ এই মায়া তিমিরাবৃত সংসারে জ্ঞানী ও অজ্ঞান দুইই সমান। সকলেই মায়া মুগ্ধ।

(৩৬)

নদী যখন সাগরের সঙ্গে মিশিতে ছুটে তখন কি সে আর বন, জঙ্গল, আঁস্তাকুড়, শ্মশান, খানা, ডোবা মানে? পাগলের মতন কেবল ছুটিয়া বেড়ায়। সম্মুখে পর্ব্বত পড়িলেও তাহা ভেদ

করিয়া যাইতে চেষ্টা করে। ইহাকেই বলে প্রেমের টান। এ টানে যে একবার পড়িয়াছে তাহার আর দিক বিদিক্ জ্ঞান থাকে না। টানে তাহাকে কেবল তাহার প্রিয়তমের নিকট ভাসাইয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করে।

(৩৭)

সূর্য্য উঠিবার সময় যেমন অস্ত যাইবার সময়ও ঠিক আবার সেইরূপ মূর্ত্তি ধারণ করে। আমরাও বৃদ্ধাবস্থায় আবার শিশু হই। তাহার ন্যায় দন্তহীন, চলৎ-শক্তিহীন, জ্ঞানহীন, সুখদুঃখ-হীন হই। আমরা যে অবস্থায় মাতৃ ক্রোড়ে ভূমিষ্ট হই পুনরায় সেই অবস্থায় জগজ্জননীর ক্রোড়ে যাই।

(৩৮)

দয়াময়ের শান্ত অমৃতময়ী মূর্ত্তি যাহার হৃদয়ে সদাই বিরাজ করিতেছে তাহাকে কখন জ্বালা ভুগিতে হয় না। কেন না নিজের বাসস্থানে কেহ কখনও ইচ্ছা করিয়া আগুন লাগাইতে পারে না। দয়াময়েরও ত পুড়িবার ভয় আছে, তাঁহার ভক্তের হৃদয় পুড়িলে যে তিনি পুড়িয়া মরিবেন।

(৩৯)

জন্মিবার পুর্ব্বে যাঁহার কাছে ছিলে, তাঁহাকে ভুলিয়া গেলে, চিরজীবন যাঁহার সঙ্গে একত্রে বাস তাঁহাকেও চিনিলে না ; জীবনান্তে যাঁহার কাছে যাইবে তাঁহাকেও একবার ভাবিলে না, তবে তোমার দুর্দ্দশা কি হইবে?

(৪০)

দয়াময়! জগতের লোকের দুঃখ নিবারণ ত তুমিই কর,

তবে কেন প্রভু! তাহাদের দুঃখ দাও? তাহাতে ত তোমার নিজেরই কাজ বাড়ে।

(৪১)

দুইটী নদী ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া কতকদূর বহিয়া আসিয়া মিলিত হইয়া সমুদ্রাভিমুখে গমন করে ও তথায় যাইয়া চিরকালের জন্য একীভূত হইয়া যায় আর তাহাদের বিচ্ছিন্ন হইবার আশঙ্কা থাকে না। সেইরূপ দুইটী প্রাণ প্রেমে মিলিত হইয়া যদি সেই প্রেমসিন্ধু পরমেশ্বরের দিকে ধাবিত হয় ও অবশেষে তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে আর তাহাদের বিচ্ছেদের ভয় থাকে না নতুবা যতদিন না সেই প্রেমার্ণবে মিশিবে ততদিন বিভিন্ন হইবার আশঙ্কা ঘুচে না।

(৪২)

স্রোতস্বিনী আমাদের মলিনতা লইয়া নির্ম্মলত্ব দান করে। সমীরণ আমাদের দ্বারা সদাই দূষিত হইলেও আমাদের জীবন রক্ষা করিতেছে। বিভাবসু জগতের অন্ধকার লইয়া আলোক প্রদান করিতেছে। তরুরাজি আমাদের পরিত্যক্ত দুষিত বায়ু অম্লানবদনে গ্রহণ করিয়া আমাদের প্রাণ রক্ষাকর বায়ু প্রতিদান করিতেছে। শশধর স্বয়ং তপনতাপে তাপিত হইয়াও সুশীতল অমিয় কিরণে আমাদের শরীর জুড়াইতেছেন। বসুন্ধরা নিরন্তর পদদলিত হইয়াও আমাদের আহার সামগ্রী উৎপাদন করিতে সদাই নিজের উৎপাদিকা শক্তি ক্ষয় করিতেছেন। পক্ষীগণ কীট পতঙ্গ ভোজন করিয়া সুললিত সঙ্গীতে তোমার কর্ণে অমৃত ঢালিতেছে। নখদষ্ট হইলেও কুসুম মনোহর সৌরভে তোমার মন প্রাণ স্নিগ্ধ করিতেছে। আহা! কি অপূর্ব্ব প্রেম সদাই বিশ্বমাঝে রাজত্ব

করিতেছে! যাঁহার সৃষ্ট জগতে এ হেন প্রেম এত উদারভাব, সেই জগৎপতি যে আমাদের পাপের ডালি নিজে মাথায় করিয়া লন ইহাতে আর বিচিত্র কি?

(৪৩)

আমরা দীন হীন কাঙ্গাল আমাদের অভাব অনেক, আশা অনেক, মিটিবার নহে; একবার সেই দীননাথ কাঙ্গালের ঠাকুরের দেখা পেলে কি আর ছাড়িব? সকলে মিলিয়া তাঁহার চরণ জড়াইয়া ধরিব, সেই ভয়ে তিনি সদাই আমাদের চক্ষের আড়ালে লুকাইয়া থাকেন।

(৪৪)

দয়াময়! হৃদয় পোড়ে, শরীর ছাই হয় না কেন? প্রাণ ফাটে, বাহির হয় না কেন? চক্ষের জলে হৃদয়ের জ্বালা জুড়ায় না কেন?

(৪৫)

শুনা যায় পৃথিবীর ভিতর অত্যন্ত উত্তপ্ত দ্রব পদার্থ আছে কিন্তু তাহা কি কেহ অনুভব করিতে পারে? তেমনি পৃথিবীতে মানুষের অন্তর পুড়িলে অন্য কেহ জানিতে পারে না।

(৪৬)

কখন দুঃখ, কখন লজ্জা, কখন রাগ, কখন শোক, কখন অনুনয়, কখন অভিমান, কখন রোদন, কখন বৈরাগ্য, কখন পুনরাশক্তি এই সকল বিরহের লক্ষণ।

(৪৭)

ভালবাসা আত্মার সম্বন্ধ। দেহের বিনাশে তাহার বিচ্ছেদ নাই। আত্মা অবিনশ্বর চিরস্থায়ী, প্রেমও সেইরূপ। বিশ্ব সংসার

লয় পাইবে কিন্তু প্রেমের লয় নাই, ক্ষয় নাই। চিতানলে যাহার কিছু করিতে পারে না, বিরহানলে তাহার কি করিবে।

(৪৮)

গাছ যেমন যতই বড় হইতে থাকে ততই তাহার মূল নিম্নদিকে গমন করে, প্রকৃত মহৎ ব্যক্তিও তেমনি তাঁহার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নম্র ও বিনয়ী হন।

(৪৯)

জগতে খল ও হিংস্র জন্তুরও লজ্জা ও অপমান জ্ঞান আছে। তাই সর্প গর্ত্তে বাস করে, বাঘ ভালুক বনে থাকে, ডাকাতেরা ঝোপ ঝাপে লুকাইয়া থাকে। তাহারা নিজ খলতা ও হিংস্র স্বভাব মনে করিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হয় ও কাহারও নিকট মুখ দেখাইতে পারে না।

(৫০)

স্রোতস্বিনী যখন পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হয় তখন তাহার জল অত্যন্ত স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ থাকে কিন্তু যতই সাগরাভিমুখে গমন করে ততই তাহা মলিন ও পঙ্কিল হইতে থাকে। সাংসারিক প্রেমও তদনুরূপ। যখন তাহা প্রথম হৃদয়-শৈল হইতে নির্গত হয় তখন তাহা বিশুদ্ধ ও অবিকৃত থাকে কিন্তু যতই পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতে থকে ততই তাহা স্বাভাবিক পবিত্রতা ও নির্ম্মলতা হারাইয়া স্বার্থের মলিনতায় কলুষিত ও বিকৃত হয়।

(৫১)

কোন মহাসমারোহের সময় যখন চারিদিকে আমোদ প্রমোদ চারিদিকে কোলাহল, লোকজন এদিক ওদিক ছুটিতেছে,

ও মহা হুলস্থূল পড়িয়াছে তখন যেমন কোন লোক তাহার প্রিয়জনকে জনতার মধ্যে হারাইয়া ব্যাকুল হইয়া চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া বেড়ায় ও সমারোহের কোন আমোদ আহ্লাদ উপভোগ করিতে পারে না, আমারাও তেমনি এ জগতে আসিয়া স্বভাবের সৌন্দর্য্য সমারোহ আনন্দ-উৎসবের মধ্যে থাকিয়াও যেন কাহাকে হারাইয়াছি; যেন কোন প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর বস্তু খুঁজিয়া পাইতেছি না; আত্মহারা হইয়া চারিদিকে ব্যাকুল হইয়া দৌড়িয়া বেড়াইতেছি; কিছুই ভাল লাগিতেছে না, কিছুতেই শান্তি পাইতেছি না, মন সদা হুহু করিতেছে, যেন কি অমূল্য রত্ন হারাইয়াছি, কি যে হারাইয়াছি কি যে খুঁজিতেছি তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

(৫২)

প্রাণ দিয়া প্রাণ পাইবার প্রত্যাশা স্বার্থপরতা। প্রকৃত প্রেম স্বার্থ-শূন্য।

(৫৩)

সৌন্দর্য্য বস্তুগত নহে, দর্শকের মনেই ইহার উৎপত্তি।

(৫৪)

বালুকার উপর দাগ করা সহজ, প্রস্তরে কিছু অঙ্কিত করা আয়াস-সাধ্য। বালুকার উপরের দাগ মুছিয়া ফেলিলেই লুপ্ত হয়, কিন্তু প্রস্তরের উপর কোনরূপে একবার দাগ পড়াইতে পারিলে আর তাহা শীঘ্র নষ্ট হয় না। সেইরূপ কোমল হৃদয়ে প্রেমের রূপ শীঘ্র অঙ্কিত হইলেও তাহা অচিরস্থায়ী, কঠিন হৃদয়ে পাষাণের উপর দাগের ন্যায় প্রেমের রেখা অঙ্কিত হইলে আর তাহা শীঘ্র বিলুপ্ত হয় না।

(৫৫)

চাঁদের নিজের আলো নাই, সূর্য্যের কাছ থেকে যে একটু আধটু আলো পায় তাহাই বিলাইয়া জগৎকে সুখী করে। কাঙ্গালেরও যদি হৃদয় উন্নত হয় তাহা হইলে সে ভিক্ষা করিয়াও দান করে। চাঁদের হৃদয় নিঃস্বার্থ প্রেমে ভরা। তবে উহার হৃদয়ে কলঙ্ক কেন? উহা ওর নিজের কলঙ্ক নয়। স্বার্থপর জগতের কলঙ্ক উহার পবিত্র হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

(৫৬)

অমাবস্যা সহ্য হয় কিন্তু পূর্ণিমার দিন চাঁদের কোলে এক টুকরা মেঘও সহ্য হয় না, এ বড় বিচিত্র।

(৫৭)

যাহার যত আছে সে তত চায়। চাঁদের অত আলো তবু তিনি তারাগুলির মিট্‌মিটানি সহ্য করিতে পারেন না, ওদের দেখিলেই উহাদের আলো চুরী করেন তাই উজ্জ্বল তারাগণ চন্দ্রোদয়ে অত বিষণ্ণ। সমুদ্রের অত জল তবু সে নদীর জল আকর্ষণ করে তাই নদীরা অত শীর্ণা। সূর্য্যের এত তেজ, এত দীপ্তি তথাপি তিনি প্রদীপের আলো হরণ করেন।

(৫৮)

চাঁদ অমন সুন্দর কিন্তু উহাকে পাইবার যো নাই; ফুল অমন মনোহর কিন্তু ছুঁইলেই ম্লান হইতে থাকে; বিজলীর মুচ্‌কি হাঁসি নিমেষের জন্য দেখিতে পাওয়া যায়, ধরিয়া রাখা যায় না; নির্ঝরিণীর মধুর কল্লোল শুনিতেই সুখকর, কোথায়

হইতেছে তাহা দেখিবার যো নাই। জগতে যত সুন্দর বস্তু আছে সে সকলই সাজাইবার জন্য, উপভোগ করিবার নহে।

(৫৯)

মহান্ সমুদ্রেও সূর্য্য প্রতিবিম্বিত হন আর এক ফোঁটা জলেও হন, তাহাতে তাঁহার আয়তনের কিছুই ইতর বিশেষ দেখা যায় না। দয়াময়ের অনন্ত মুরতিও সেইরূপ ক্ষুদ্র প্রশস্ত সকল হৃদয়েই সমভাবে বিরাজিত; ক্ষুদ্র হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইলে তাঁহার অনন্তত্বের অণুমাত্র হ্রাস হয় না, তবে ধারণাব তারতম্য মাত্র।

(৬০)

পৌর্ণমাসী হয় কেন? পূর্ণ-বিক'শ না হইলেত আর চাঁদের ক্ষয় হয় না। পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় কেন? কোরক অবস্থায় ত আর ঝরিয়া পড়ে না। নদী উচ্ছলিত হয কেন? জলপ্লাবন না হইলে ত আর জল হ্রাস হয় না। হৃদয় উচ্ছ্বসিত হয় কেন? উচ্ছাস না হইলে ত আর শূন্যতা অনুভব হয় না।

(৬১)

মার ছোট ছেলের মাই খাবার দাবিটা সকলের চেয়ে বেশী, তেমনি প্রকৃতির গূঢ় রহস্য জানিবার অধিকার মানবেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, কারণ সৃষ্টির সর্ব্বশেষে মানব জন্মিয়াছে।

(৬২)

সম্পূর্ণ আত্ম-বিস্মৃতির নাম প্রেম। প্রেমে মন, প্রাণ, আত্মা, পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্ত হয়।

(৬৩)

আহা! দয়াময়, যাহাদের সুন্দর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছ

তাহাদের সৌন্দর্য্য রক্ষার উপায় কর নাই কেন? ফুলটী যাই ফুটিল অমনি সূর্য্য তাহার মনোরম কান্তি নষ্ট করিতে বসিলেন, সমীরণ সৌরভ চুরী করিয়া পলাইলেন, মধুকর মধুলোভে আসিয়া চুপি চুপি তাহাকে আক্রমণ করিল, আবার মানুষ আসিয়া তাহাকে ছিঁড়িতে যায়; দয়াময়, তোমার রাজত্বে একি অবিচার! বেচারাকে চারিদিক হইতে আসিয়া সকলে ছেয়ে বেয়ে ধয়ে, তুমি কি তা দেখনা?

(৬৪)

সময়! সুখের সময় তুমি কেমন্ শীঘ্র শীঘ্র পলাও কিন্তু দুঃখের সময় তুমি আর নড়িতে চাওনা কেন? মানুষের দুঃখ দেখে পা সরে না? না, মজা দেখ্‌তে দাঁড়িযে থাকে?

(৬৫)

সন্তান নয়ন পথের অতীত কোন দূরদেশে গমন করিলে তাহার মা পথের দিকে চাহিয়া কি কষ্টে কাল যাপন করেন তাহা বোধ হয় সকলেই অনুমান করিতে পারেন। আমাদের জগন্মাতাও আমাদের এই সংসার বিদেশে পাঠাইয়া হাঁ করিয়া আমাদের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন। এই বিপদ-সঙ্কুল দেশে আমাদের কতরূপ সঙ্কটে পড়িবার আশঙ্কা কত বিভীষিকা এই সকল ভাবিয়া না জানি তিনি কতই ব্যাকুল হন। তাই বোধ হয় তিনি মৃত্যুর সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে আমরা শীঘ্র শীঘ্র তাঁহার কাছে ফিরিয়া যাইতে পারি।

(৬৬)

প্রকৃতিদেবী মেয়ে মানুষ একাকিনী কত মহৎ কার্য্য করিয়াছেন তাহা মানব বুদ্ধির অগম্য। দেখ এক একটী

বাষ্পকণা জন্মিয়া অসীম বিশ্বব্যাপী আকাশকে ঢাকিয়া ফেলে, এক এক বিন্দু জল পড়িয়া বেগবতী স্রোতস্বতী উৎপন্ন হয়, এক একটী বালুকারেণু একত্রীভূত হইয়া কালে বিশাল পর্ব্বতরূপে পরিণত হয়। দেখ, তিনি একটী একটী মানুষ সৃষ্টি করিয়া পৃথিবী ছাইয়া ফেলিয়াছেন, এক একটী করিয়া কত শত কত লক্ষ পৃথিবী গড়িয়া ফেলিলেন। এই সকল কেবল তাঁহার অধ্যবসায় গুণে, তাঁহার একাগ্রতা ও যত্নে। অতএব মানব! তুমিও যত্নশীল হও, অধ্যবসায়কে জীবনের সহচর কর, তুমিও প্রকৃতিদেবীর স্থায় অলৌকিক কার্য্য করিয়া তাঁহার সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবে।

(৬৭)

একটী নদী বহিয়া যায় তাহার ধারে কত বিভিন্ন প্রকার দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, কোথাও বা সুন্দর নগর, কোথাও বা ভীষণ অরণ্য, কোথাও বা উন্নত গিরি, কোথাও বা বিস্তৃত প্রান্তর, কোথাও বা বিজন মরুস্থলী, কোথাও বা শ্যামল শস্য-পূর্ণা বসুন্ধরা, কোথাও আনন্দোৎসব-ধ্বনিপূর্ণ রাজপ্রাসাদ, কোথাও শোক-হাহাকার-পূর্ণ আর্ত্তনাদ-প্রতিধ্বনিত শ্মশান, কোথাও কলকণ্ঠ বিহঙ্গ কুলের মধুর ঝঙ্কার, কোথাও বা হিংস্র জন্তুদের ভীষণ নিনাদ। সেইরূপ মানব জীবনস্রোতেরও কোন অংশ অতি রমনীয় অতি মধুর, কোন অংশ বা অতীব ভয়ঙ্কর। ইহা প্রকৃতির নিয়ম।

(৬৮)

প্রজাপতির নিজের রূপ আছে বলিয়া উহা রূপেই মুগ্ধ এফুল ও ফুল করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, সে শুধু সৌন্দর্য্যের

পিয়াসী। কিন্তু মৌমাছির নিজের তত রূপ নাই তাই ও পরেরও রূপ খুঁজেনা, গুণেই উহার আমোদ ; সে রূপের আদর জানেনা, দেখিতে ভাল হউক বা মন্দ হউক যে ফুলে মধু আছে সেই ফুলেই গিয়া বসে, তাহাতেই তাহার প্রাণ ভরিয়া যায়, নড়িতে চায়না একবার বসিলে আর উড়িতে চায় না। প্রজাপতি বড় চঞ্চল একফুলে এক নিমেষ স্থির হইয়া বসিতে পারেনা, কেবল নূতন চায় কেবল সুন্দর খুঁজে। এই পৃথিবীতে প্রজাপতিও আছে মধুমক্ষিকাও আছে, প্রজাপতিই অধিক।

(৬৯)

বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, যে বস্তু বাহিরে যত শুভ্র সে বস্তু সূর্য্যের কিরণ তত অল্প ধারণ করে, কালো বস্তুই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সূর্য্যতেজ আকর্ষণ করে। জগতের নিয়মই এই যাহার অধিক আছে সে কম প্রকাশ করে।

(৭০)

পৃথিবীতে সকলেই নিজের হৃদয়ধন গোপন রাখিতে চেষ্টা করে, বাহ্যাকৃতি দেখিয়া কাহারও কিছুই টের পাইবার যো নাই। প্রস্তর-খণ্ড দেখিয়া কাহার অনুমান হয় যে ইহার ভিতর অগ্নি স্ফুলিঙ্গ অন্তর্নিহিত ? মাটীর ভিতর হীরক আছে কাহার বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় ? মেঘের ধূসরাকৃতির ভিতর বিজলীর অপূর্ব্ব ছায়া আছে কে টের পায় ? সমুদ্রের ঘোলা জলের নীচে দীপ্তিমান রত্নরাজি বিরাজ করে কে তাহা জানিতে পারে ? কদাকার শুক্তির ভিতর স্বচ্ছ মুক্তাগুচ্ছ থাকে তাহা কি কেহ জানিতে পারে ? যথার্থ ভক্ত ও

প্রকৃত প্রেমিক কখন নিজের হৃদয়ের বস্তু অপরকে জানিতে দিবে না।

(৭১)

পরিবর্ত্তন পরিবর্ত্তন সকলে বলে, আমিত কই পরিবর্ত্তন কিছুই দেখিতে পাই না। একই ভাবে সেই একই পুরাতন ভাবে পৃথিবী চলিতেছে; সেই একই সূর্য্য সৃষ্টির আদি হইতে উঠিতেছে আর অস্ত যাইতেছে; সেই একই আকাশ চিরকাল রহিয়াছে নড়েও না চড়েও না; একই চন্দ্র একই গ্রহ নক্ষত্র তারকামণ্ডলী নিত্যই সমভাবে জ্বলিতেছে চলিতেছে; সমুদ্র একই রকমে দিনরাত নাচিতেছে; সবই এক ঘেয়ে চলেছে। রোজই দিন হচ্ছে যাচ্ছে রাত্তি হচ্ছে পোয়াচ্ছে।

(৭২)

পূর্ণ-বিকাশ পরিণতির পূর্ব্ব-সোপান। কুসুম প্রস্ফুট-নোম্মুখই ভাল, ফুটিলেই ঝরিয়া যায়; চন্দ্রমা পৌর্ণমাসী রজনীতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, প্রতিপদেই হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়।

(৭৩)

পাষাণে অঙ্কিত মূর্ত্তি চিরস্থায়ী হয়। তাই বুঝি দয়াময় বিরহীর দুঃখে সহানুভূতি করিয়া তাহার হৃদয় পাষাণ করিয়া দেন। কেননা তাহার প্রিয়বস্তুর মূর্ত্তি কখনই বিলুপ্ত হইবে না, চিরকাল হৃদয়ে সুস্পষ্ট অঙ্কিত থাকিবে।

(৭৪)

তাঁহার অপূর্ব্ব রূপ মাধুরি হেরিয়া পাছে আমরা

সংসার তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া পাগল হইয়া পলাই তাহা হইলে ত তাঁহার সৃষ্টি রক্ষা হয় না তাই বোধ হয় দয়াময় আমাদের দেখা দেন না। দয়াময়! যদি তোমাকে সংসারে পাই তবে কেন সংসার ছাড়িব? যদি ঘরে বসিয়া পাই তবে কেন বনে যাইব? যদি আপনি আসিয়া দেখা দাও তবে কেন খুঁজিয়া মরিব? তোমার দরশন পাইলে পৃথিবী স্বর্গ হয়, অরণ্য নগর হইয়া উঠে, তখন ঘর বন যে দুইই সমান তবে আর কোথায় যাইব?

(৭৫)

সূর্য্যের নিজের তাপে কোন উপকার নাই, কেবল জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হয় কিন্তু পৃথিবীর জন্য তাহা সহ্য করে; নদী দিবানিশি ছুটিয়া মরে উহাতে উহার কোন লাভ নাই কিন্তু পৃথিবীর উপকারের জন্য ছুটে; বায়ু অবিরাম কাহার জন্য বহিতেছে? উহাতে উহার কি লাভ? চাঁদ সমস্ত রাত্রি জাগিয়া হিমে বসিয়া থাকে কাহার জন্য? বৃক্ষ চিরকাল দাঁড়াইয়া থাকে কাহার জন্য? সকলেই পরের জন্য ব্যস্ত। এই পৃথিবীর নিয়মই এই যে পরের জন্য কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে; তা না হলে পৃথিবী চলিত না।

(৭৬)

এজগতে যাহার প্রবল প্রতাপ তাহার দোষ স্বভাবতঃই ঢাকিয়া যায়। শান্ত বিনয়ী ভাল মানুষ হইলে তাহার দোষ সকলের চক্ষে পড়ে। সূর্য্যে কতশত কাল দাগ আছে তাহা কি কেহ টের পায় সে সকল তাহার নিজের তেজে ঢাকিয়া

যায় কিন্তু চন্দ্রে যে একটী দাগ আছে তাতেই তার জগৎ জুড়ে কলঙ্ক।

(৭৭)

বৃষ্টির জল শুষ্ক ভূমিতে পড়িলে শুকাইয়া যায়, সরস ভূমিতে তাহা প্রবাহিত হয়, আর নদীতে তাহা উচ্ছ্বসিত হয়। দয়াময়ের প্রেমবারি পাপীর হৃদয়ে পড়িলে শুকাইয়া যায়, ভক্তের হৃদয়ে তাহা প্রবাহমান হইয়া জগৎকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, আর প্রেমিকের হৃদযে পড়িলে তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া প্রেমময়ের বিমল প্রেমপ্লাবনে নিখিল ভুবন আপ্লুত করে।

(৭৮)

সূর্য্য যখন পাহাড়ের নীলিমার কোলে অস্ত যান তখন তাঁহার নিজেরই সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়, পাহাড়ের মলিনতা তাহাতে আরও স্ফুটতর হয়। যাহারা স্বভাবতঃ সুন্দর তাহাদের সহজ-সৌন্দর্য্য কিছুতেই হ্রাস হইবার নহে, তাহাদের সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষে অপরের সৌন্দর্য্য নষ্ট-প্রায় হয়।

(৭৯)

একটী সূক্ষ্ম কণ্টক শরীরের কোন স্থানে প্রবিষ্ট হইলে মানুষকে কত যন্ত্রণা পাইতে হয় আর একটা সমগ্র মানুষকে হৃদয়ের মর্ম্মস্থানে গাঁথিয়া রাখিলে যে নিদারুণ যাতনা সহিতে হইবে তাহা কে না জানে?

(৮০)

কাঁচামিটে আঁব পাক্‌লে পান্‌সে লাগে, বিষয়-সুখ প্রথমে মিষ্ট, পরিণামে বিস্বাদু লাগে।

(৮১)

কুলটা কামিনীগণ নিজ পতি অপেক্ষা উপপতিতে সমধিকতর প্রেম-পরায়ণা হয়। সেইরূপ যাহাদের মন কুলটাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে তাহারা প্রেমময় হৃদয়নাথকে ভুলিয়া গিয়া সংসারে অধিকতর প্রেম স্থাপন করে।

(৮২)

মা যেমন ছেলেদের খেলানা দিয়া ভুলাইয়া তাঁহার গৃহকর্ম্ম দেখেন, আমাদের জগজ্জননীও সেইরূপ নানাপ্রকার খেলানা ও প্রলোভনে আমাদিগকে ভুলাইয়া রাখিয়াছেন। তা' না হ'লে যে তিনি তাঁহার সংসারের কাজকর্ম্ম দেখিতে পারেন না। সব ছেলে গুলো চারিধার হ'তে কেঁদে উঠ্‌লে মা কি কখন স্থির থাকিতে পারেন? তা' হইলে যে তাঁহার বিশ্বরচনা দায় হইয়া উঠিবে।

(৮৩)

হৃদয় জ্বলিয়া উঠিলে সে জ্বালার শিখা ঊর্দ্ধগামিনী হইয়া মস্তিষ্ক শুষ্ক করিয়া ফেলে ও মানুষকে পাগল করিয়া তুলে।

(৮৪)

কোন বাহ্য বস্তু ভাল করিয়া দেখিতে হইলে আমরা চক্ষুদ্বয় ঈষৎ কুঞ্চিত করি তবে সূক্ষ্মরূপে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হই। অন্তর্জ্জগতের বিষয় দেখিতে হইলে চক্ষু দুইটীকে সম্যক্ নিমীলিত করিতে হইবে তবে স্পষ্ট দেখিতে পাইবে। অন্ধ হইতে না পারিলে ভিতরের চক্ষু ফুটে না।

(৮৫)

পরিপক্ক ফলই শীঘ্র পচিতে আরম্ভ হয় তাই বলি ভাই হৃদয়

যদি কখন সেই বাঞ্ছনীয় পবিত্রতা ও মধুরতা প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে তাহাকে তদবস্থায় রক্ষা করিতে বিশেষ চেষ্টা করিবে নতুবা পতনের বিশেষ আশঙ্কা।

(৮৬)

যখন চারিদিকে গোলমাল মহা কোলাহল তখন কাহাকেও ডাকিতে হইলে চেঁচিয়ে গলা প'ড়ে গেলেও সে শুনিতে পায় না, আস্তে আস্তে কিম্বা ইসারায় ডাকিলে বুঝিতে পারে। এই আর্ত্তনাদপূর্ণ জনাকীর্ণ সংসারে আমাদের মনোবেদনা তাঁহাকে জানাইতে হইলে হাউ হাউ করিয়া চেঁচাইলে হইবে না। আমরা কত চেঁচাইতে পারি যে আমাদের কান্না জগতের সমস্ত শব্দকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার নিকট পঁহুছিতে পারে। মনের ধনকে মনোকষ্ট মনে মনে জানাইতে হইবে। যেখানে শব্দ পঁহুছিতে পারে না তথায় মনকে প্রেরণ কর।

(৮৭)

কাহারও বাড়ী যাত্রা তামাসা হইলে পাড়ার ছোট ছোট ছেলেরা সেই বাড়ীতে গিয়া সমস্ত রাত প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে। যাত্রা বসিবার সময় সময় অত্যন্ত ক্লান্ত ও অধীর হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে, যতক্ষণ যাত্রা হয় ততক্ষণ পড়িয়া অগাধে ঘুমায়, অবশেষে যাত্রা ভঙ্গ হইলে কেহ তাহাকে উঠাইয়া বাড়ী যাইতে বলিলে সে কাতর ভাবে জিজ্ঞাসা করে "হাঁগা কি যাত্রা হইল ?" আমাদেরও সেইরূপ দুর্দ্দশা একদিন ঘটিবে যখন শমন আসিয়া আমাদের ভবনিদ্রা ভাঙ্গাইয়া বাড়ী চলিতে বলিবে তখন এ জীবন-যাত্রায় কিসের পালা হইল তাহা জানিবার জন্য বাকুল হইতে হইবে।

(৮৮)

কাহারও নিকট কোন সময় কোন তুচ্ছ বিষয়ে উপকৃত হইলে আমরা জনমে তাহা ভুলিতে পারি না, আর যিনি দিন-রাত আমাদের উপকারে ব্যস্ত তাঁহাকে ভুলিয়া একবারও মনে পড়ে না ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি হইতে পারে ?

(৮৯)

যিনি নিজেকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দীন হীন কাঙ্গাল বলিয়া জানেন তিনিই জগতে সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ। যিনি আপ-নাকে নিতান্ত অজ্ঞান বলিয়া জানেন তিনিই যথার্থ জ্ঞানী।

(৯০)

পাড়াগাঁয়ে শীতকালে যখন খেজুর গাছ কাটিয়া কলসী বাঁধে তখন কোন কোন চতুর বালক একটী সূতাতে কিছু বাঁধিয়া যেখান হইতে রস নির্গত হয় সেই অংশে তাহা কোন উপায়ে লাগাইয়া দেয় ও সেই সূতার অপর মুখ নিজ মুখে লাগাইয়া বসিয়া থাকে, এক ফোঁটা এক ফোঁটা করিয়া রস সূতা বাহিয়া তাহার মুখে পড়ে ও সে তাহা সানন্দে পান করে। যদি চতুর হও তাহা হইলে প্রেম-সূত্রের এক মুখ দয়াময়ের চরণে বাঁধিয়া অপর মুখে মন প্রাণ বাঁধিয়া রাখ ; অবিরাম সুধা ঝরিবে হৃদয় শীতল হইবে, প্রাণের পিপাসা মিটিবে, ভবের ক্ষুধা জুড়াইবে।

(৯১)

সূর্য্য! জ্যোতিষ্মান্ বলিয়া তোমার যে অভিমান আছে তাহা পরিত্যাগ কর। তুমি ত সমস্ত স্থান আলোকিত করিতে পার না। তুমি কি কাহারও হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পার? পারিবেই বা কেমন করে, সেখানে যে তোমার মতন কোটী-

সূর্য্য একত্রিত করিলে যা না হয় তাহা হইতেও শত সহস্রগুণ উজ্জলতর জ্যোতি প্রকাশিত রহিয়াছে ; তুমি সেখানে ঢুকিলে যে একবিন্দু অন্ধকারের ন্যায় নিমেষে অস্তিত্ব হারাইবে।

(৯২)

যদি কোন ছোট ছেলে পিতৃধনে বঞ্চিত হয় তাহা হইলে তাহাকে সকলেই স্নেহ ও সহানুভূতি প্রকাশ করে। দয়াময়! আমি যে জন্মাইয়া অবধি তোমাধনে বঞ্চিত। তোমাকে কখন দেখিলাম না, তোমাকে চিনিলাম না, জানিলাম না, বাবা বলিয়া একবারও ডাকিলাম না, আমা হেন জন্মদুঃখীকে জগতে কেহ দয়া করে না কেন ?

(৯৩)

সূর্য্য মধ্যাহ্নে গগনের সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রাপ্ত হন, পরে সায়াহ্নে তথা হইতে বিচ্যুত হইলে লজ্জায় মুখ খানি রক্তিমাপূর্ণ করিয়া পৃথিবীর অন্তরালে লুকান, পরদিন প্রত্যুষে উঠিবার সময়ও মুখে সে লজ্জা বিলুপ্ত হয় না। তাই ভরসা করিয়া লোকের কাছে সে মুখ বাহির করিতে পারেন না, আশে পাশে মেঘের আড়ালে লুকাইতে যান। উন্নতাবস্থা হইতে পতন হইলে ঐরূপই হইয়া থাকে।

(৯৪)

মেঘ! "ফটিক জল, ফটিক জল" করিয়া চাতকের গলা ফাটিয়া গেলে তুমি যদি তাহাকে এক ফোঁটা জল দাও তাহাতে তোমার মহত্ব নাই। কিন্তু তপন তাপে তাপিতা শুষ্ককণ্ঠা বসুন্ধরা মুখ ফুটে তোমার কাছে না চাহিলেও যে তুমি তাহাকে অপর্য্যাপ্ত জলদানে শীতল কর তাহাই তোমার মহত্বের পরা-

কান্না। প্রার্থীর করুণ স্বরে কাহার না হৃদয় ভিজে? অনুভবে পরদুঃখ জানিয়া তাহা মোচন করাই মহতের লক্ষণ।

(৯৫)

বাহ্যবস্তুর রূপজ মোহে আমরা অজ্ঞান হই আর স্বরূপ দর্শনে যে আমরা হতজ্ঞান পাগল হইব তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

(৯৬)

কোন মলিন ধাতুদ্রব্য বিশুদ্ধ করিতে হইলে তাহাকে মৃত্তিকা-পুটের ভিতর পুরিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে হয়। তাই দয়াময় আমাদের মনকে মাটীর দেহপুটে পুরিয়া সংসার-জ্বালা-নলে পুড়াইয়া বিশুদ্ধ করিয়া লইতেছেন।

(৯৭)

পৃথিবীর যত প্রকার সৌন্দর্য্য আছে তাহার কিছুতেই মন পরিতৃপ্ত হয় না, হৃদয় ভরিয়া যায় না, দেখিয়া চক্ষের সাধ মিটে না, প্রাণের পিপাসা পূর্ণ হয় না, কেবল হৃদয়ে এক শূন্যতা অনুভূত হয়। তাই বলি দয়াময়, আর আমরা জগতের সৌন্দর্য্য দেখিতে চাহি না, তোমার মোহনরূপ একবার আমাদের দেখাও যাহা দেখিলে আমাদের মণ প্রাণ ভরিয়া যাইবে, হৃদয়ের পূর্ণতায় বিশ্বের শূন্যতা অন্তর্হিত হইবে, হৃদয় উছলিয়া উঠিবে, প্রেমের স্রোত বহিয়া জগৎকে ভাসাইবে।

(৯৮)

হৃদয়ধনকে হৃদয়ের ব্যথা কি আবার বলিয়া জানাইতে হইবে? অন্তর্যামিন্, অন্তরের বেদনা কি তুমি জানিতেছ না? অথবা তুমি হৃদয়ে থাক বটে কিন্তু হৃদয়ের সুখ দুঃখ তোমাকে

স্পর্শ করিতে পারে না তাই তুমি আমাদের কষ্ট বুঝিতে পার না। আচ্ছা, বল দেখি নিজে না ভুগিলে কি আর অনুভব করা যায় না ?

(৯৯)

গাছের উপরকার ডাল সদাই আনন্দে বায়ুভরে নাচিতে থাকে কিন্তু নীচের ডাল গুলি সদাই বিষণ্ণ তাহারা নড়েও না চড়েও না। তাই বলি যাহারা এই পৃথিবীতে আশক্ত হইয়া মাটী কামড়াইয়া পড়িয়া থাকে তাহারা জড়ের মত নিরানন্দে জীবন কাটায়, উপরে না উঠিলে মজা নাই।

(১০০)

ঘরের ভিতর যদি মিড়মিড় করিয়া একটী প্রদীপ জলে তাহা হইলেও বাহিরে পূর্ণিমার চন্দ্রিকাও নিষ্প্রভ বলিয়া বোধ হয়, তাই ইহজীবনে সামান্য সুখ পাইলেই মানব পরমানন্দ তুচ্ছ জ্ঞান করে সুতরাং তাহা পাইবার জন্য চেষ্টা করে না।

(১০১)

যত প্রকার প্রস্তর আছে তাহার মধ্যে হীরক সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ও উজ্জ্বল। কিন্তু যদি একবার কোন বৈদ্যুতিক তেজ হীরকের ভিতর প্রবেশ করে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে অঙ্গার করিয়া ফেলে। সেইরূপ যতই কঠিন ও তেজীয়ান্ হৃদয় হউক না কেন একবার পাপ প্রলোভনের বৈদ্যুতিক তেজ প্রতিফলিত হইলেই তাহাকে ছারখার করিয়া ফেলে।

(১০২)

Camera obscuraতে ভাল প্রতিমূর্ত্তি উঠে, তবে কেন আমাদের অন্ধতমসাচ্ছন্ন হৃদয়-কোটরে তোমার মূর্ত্তি স্পষ্ট

প্রতিফলিত হয় না? দয়াময়! একবার তোমার রূপ আমাদের হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত কর, আর চাহিব না। একথানি Negative থাকিলে অনেকগুলি copy তুলিতে পারিব।

(১০৩)

এসেন্সের গন্ধ অতি তীব্র, তাহা মধুর হইলেও অসহ্য, তাই ডাইলিউটেড্ করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। দয়াময়, তোমার প্রেমও সেইরূপ, আমরা তাহার তেজ সহিতে পারিব না বলিয়া তুমি তাহা জগতে ছড়াইয়া রাখিয়াছ। প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে তাহা ডাইলিউটেড্ হইয়া অতিশয় স্নিগ্ধ ও মধুর হইয়াছে।

(১০৪)

কোন কাক কিছু খাদ্য দ্রব্য মুখে করিয়া উড়িলে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনেক কাক কা কা করিয়া ছুটে বটে কিন্তু কেহই সেই খাদ্য দ্রব্যের অংশ পায় না, দৈবাৎ কোনটা বা একটু আধটু ভ্রষ্ট অংশ পাইয়া পরিতৃপ্ত হয়। এই পৃথিবীতে সাধুভক্ত জন পরমপদার্থ লাভ করিয়া চরিতার্থ হন আর তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনেক লোকে ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া বেড়ায় তাহাদের মধ্যে অল্পেরই ভাগ্যে ভগবৎ-প্রেমসুধাস্বাদন ঘটে।

(১০৫)

প্রবাহমান বারি রোধ করিলে তাহা ঊর্দ্ধগামী হয়। সেইরূপ মনের গতি নিরোধ না করিলে তাহার কখনই উন্নতি হইবে না।

(১০৬)

সকল যাত্রারই শেষে একটী প্রহসন চাই তাহা না হইলে

আমোদ সম্পূর্ণ হয় না। তাই ভবযাত্রার শেষাশেষি দয়াময় আমাদের সং সাজান।

(১০৭)

ক্ষুধা পেলে অজ্ঞান শিশু বুঝিতে পারে না যে তাহার কি চাই, কেবল কাঁদিতে থাকে। মা তাহাকে দুধ খাওয়াইতে গেলে সে ছুটিয়া পলায় ও আরও কাঁদিতে থাকে। পরে মা যখন ধরে বেঁধে তাহাকে দুধ খাওয়াইয়া দেয় তখন সে চুপ করে ও তখন তাহার মুখে হাঁসি দেখা যায়। দয়াময়, আমরাও তোমার অজ্ঞান বালক, আমরা জানিনা আমাদের কি চাই আমাদের কিসের অভাব, তথাপি চিরকাল হা হা করিয়া কাঁদিয়া মরি। জগজ্জননি! তুমি আমাদের মঙ্গল প্রেরণ করিলেও আমরা তাহা বুঝিতে পারি না, ভয়ে তাহা হইতে দূরে পলাই। মাগো অবোধ ছেলেকে ধরে বেঁধে বুকে হাঁটু দিয়ে একবার সুধা পিয়াও তবে ত সে স্থির হইবে তবে ত তাহার পিয়াস মিটিবে।

(১০৮)

প্রকৃতি পুরুষের কথোপকথন নির্জ্জন স্থানেই হইয়া থাকে তাই বিজন গহনে নীরব নিশীথে দয়াময় প্রকৃতিদেবীর সহিত আলাপ করেন। গোপনে কান পাতিয়া থাকিলে শুনিতে পাওয়া যায়।

(১০৯)

ভাই, এ ভবের খেলায় কখন তুরুপ করিতে যাইও না তাহা হইলে হাতের পাঁচ রাখা দায় হইবে। পাশ কাটিয়ে টায়ে টোয়ে কোন রকমে ছুকুড়ি সাত রাখিতে পারিলেই যথেষ্ট।

(১১০)

চন্দ্র সূর্য্যের কিরণ নিম্নাভিমুখেই আগমন করে, বৃষ্টির ধারা কখন উপর দিকে যায় না, তাই ভরসা হয় দয়াময়ের স্নেহদৃষ্টি অধম পতিত সন্তানের উপর পড়িতে পারে।

(১১১)

গ্রহ নক্ষত্রগণ ও সমগ্র বিশ্ব পরস্পর পরস্পরের আকর্ষণে আবদ্ধ রহিয়াছে তাই অত চেষ্টা করিযাও ছিড়িয়া পলাইতে পারিতেছে না. যদি একবার কোন রকমে আকর্ষণ ছাড়াইতে পারে তাহা হইলে তাহারা সকলে যুগপৎ দযাময়ের চরণ তলে গিযা পতিত হয়। চিরকাল তাহারা তাঁহার চরণ পাইবার আশে ছুটিতেছে কিন্তু কি করিবে আকর্ষনী-শক্তি অতিক্রম করিতে পারে না। দয়াময়, আমরাও সেইরূপ হাত পা বাঁধা পড়িয়া রহিয়াছি। স্নেহের বন্ধন না কাটিতে পারিলে তোমার নিকট যাইতে পারিতেছি না। তোমার পায়ে পড়ি দয়াময় স্নেহের বাঁধন খুলিয়া দাও তাহা হইলে একেবারে তোমার কাছে যাইয়া জীবন জুড়াই।

(১১২)

স্রোতে মাত্রেরই প্রায জোযার ভাঁটা দেখিতে পাওযা যায়। যেখানে জোয়ার ভাঁটা খেলে না সেখানে তবু জলের হ্রাস বৃদ্ধি আছে। কিন্তু আমাদের জীবন-স্রোত চিরকাল একটানা বহিতেছে, ইহাতে চিরকালই ভাঁটা। কেবল হ্রাসই হইতেছে কখন বৃদ্ধি নাই। দয়াময় তোমার নিয়মের ব্যতিক্রম আমাদের জন্য কেন করিলে ?

(১১৩)

মেঘের সময় ভাল ফটো উঠে না। আমাদের হৃদয় আকাশ কখনই মেঘশূন্য হয় না সদাই চিন্তার নিবীড় মেঘে আচ্ছন্ন তাই দয়াময়ের মুর্ত্তি ভালরূপ প্রতিবিম্বিত হয় না।

(১১৪)

ছোট ছেলেবা ভীত বা লজ্জিত হইলে তাহাদের নিজের চক্ষু মুদ্রিত করে, মনে করে তাহাকে কেহ দেখিতে পাইতেছে না। দয়াময, আমরাও সেইরূপ যখন তোমার নিকট কোন অপরাধ করি তখন ভয়ে ও লজ্জায় আর তোমাব দিকে চাহিতে পারি না। কিন্তু অবোধ মন মনে করে তুমি বুঝি আমাদের দোষ দেখিতে পাও নাই।

(১১৫)

দয়াময়, সৃষ্টির যাবতীয় বস্তুই নিযমাবদ্ধ বলিয়া প্রতীত হয় কিন্তু বল দেখি তুমি আগে নিয়ম করিয়া সৃষ্টি করিযাছ, না সৃষ্টির পরে সমস্ত সৃষ্ট বস্তুকে নিয়মাবদ্ধ করিযাছ? শুনিতে পাই এবিশ্ব রচনা তোমার খেলা, খেলা কখন কি নিয়ম বা ক্রমের বশীভূত হয়? যদি তাহাই হয়, তুমি যুগপৎ সৃষ্টি ও নিয়ম করিযা এ জগৎ রহস্যে পূর্ণ করিলে কেন? আমরা যাহা মনে করি নিযমাবদ্ধ তাহা তোমার খেলা আর তুমি যাহা নিয়মাবদ্ধ করিয়াছ তাহা আমরা মনে করি তোমার খেলা; লীলাময়! তোমার লীলারহস্য মর্ত্ত্যের কীট আমরা কি বুঝিব।

(১১৬)

হীরককে কয়লার খনির ভিতর চিরকাল ফেলিয়া রাখিলেও তাহাতে কয়লার দাগ লাগে না। বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির

পবিত্র চরিত্রেও সেইরূপ পাপরাশির মলিনতা স্পর্শ করিতে পারে না।

(১১৭)

দয়াময়, আমার হৃদয় পাপ পঙ্কিল বলিয়া কি তুমি আসিতে চাও না? পঙ্কিল সরোবরে কি চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পড়ে না? যদি বল চন্দ্র নিজে ত নির্ম্মল নহে, সূর্য্যও ত পঙ্কজ প্রেমে মুগ্ধ হইয়া পঙ্কে নিমগ্ন হইতে ক্ষুণ্ণ হন না। দয়াময়, আমাদের হৃদয় পাপপঙ্কে পূর্ণ হইলেও ত তোমাব পবিত্র প্রেম আমাদের প্রতি চিরকাল অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

(১১৮)

প্রস্তরখণ্ডকে চিরকাল চিনির রসে ডুবাইয়া রাখিলেও তাহা কখন মোরব্বা হয় না, বালুকারেণু ঘিয়ে ভাজিয়া চিনির রসে পাক করিলে তাহা কখন হালুয়া হয় না, সেইরূপ পাষাণ হৃদয় যতক্ষণ ভক্তিরসের মাধুর্য্য গ্রহণ করিতে না পারে ততক্ষণ সাধুসঙ্গ ধর্ম্মালাপ সকলই বৃথা।

(১১৯)

ছেলে আহার দেখিলেই খাইতে চায় কিন্তু বুঝে না যে সে কতটুকু হজম করিতে পারিবে তাই তার মা তাহার আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও তাহা অপূর্ণ রাখেন ও যত টুকু খাইলে সে সহ্য করিতে পারিবে ততটুকুর বেশী তাহাকে খাইতে দেন না। জগজ্জননীও আমাদের সেইরূপ ধন, ঐশ্বর্য্য, সুখ সম্পদ যতটুকু আমরা সহ্য করিতে পারি তাহা বিবেচনা করিয়া দেন, তাহার বেশী আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও তিনি তাহা পূর্ণ করেন না।

(১২০)

যখন মানুষ প্রথম ভালবাসে তখন সে টের পায় না। যত দিন এই মধুর অজ্ঞান অবস্থা থাকে ততদিন সে বেশ সুখে থাকে কিন্তু যে দিন হইতে জানিতে পারে যে সে ভালবাসে সেইদিন হইতেই সে একটু একটু ভালবাসার প্রত্যাশী হয় আর ভালবাসার স্বাদ ক্রমশঃ ভুলিতে থাকে।

(১২১)

ভালবাসা সান্নিপাতিক তৃষ্ণা, ইহার উপশম নাই। এ তৃষ্ণা মিটাইতে গেলে মানুষের সর্ব্বনাশ হয। যতই উপশমের চেষ্টা করিবে ততই কণ্ঠ আরও শুষ্ক হইযা উঠিবে।

(১২২)

কোন জিনিস আছড়াইয়া ভাঙ্গিতে হইলে আগে তাহা একটু উচু করিয়া তুলিতে হয় তাই বুঝি দযাময, মানবকে পতনের পূর্ব্বে একবার উন্নত করিয়া ধর? যদি ভাঙ্গিবেই তবে গড়িলে কেন? যদি ফেলিয়াই দিবে তবে উচু করিবার প্রয়োজন কি?

(১২৩)

চাঁদ যখন সমুদ্র গর্ভে বাস করিতেন তখন তাঁহার গাযে শেয়ালা পড়িয়া যে দাগ হইযাছিল তাহা এ পর্য্যন্ত উঠিল না, চিরকাল স্বর্গবাসেও যে তাহা উঠিবে এরূপ বোধ হয না। মানব হৃদয়েও সেইরূপ কুসংসর্গ জনিত কালিমা আর ইহজনমে উঠিতে চায় না।

(১২৪)

ঘরে আগুণ লাগিলে তাহার ভিতরস্থ লোকের আর্ত্তনাদ

শুনিয়া কোন্ ব্যক্তি না তাহাকে উদ্ধার করিতে অগ্রসর হয়? দয়াময়! তুমি আমাদের সংসার দাবানলে পুড়িয়া ছাই হইতে দেখিয়াও কেমনে স্থির হইয়া রহিয়াছ! ভবদহন-জ্বালাকে তুমিও কি ভয় কর?

(১২৫)

নাবাল জমিতে গাছপালা বৃদ্ধি পায় না, দয়াময়! যাহারা জন্মাবধি দীন ও নীচ অবস্থায় পতিত তাহাদেব তবে উন্নতি কিরূপে হইবে? তুমি না তাহাদের নাড়িয়া রোপিলে তাহারা বাড়িবে না, অঙ্কুরাবস্থায়ই শুকাইয়া যাইবে।

(১২৬)

জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে পথিকের কোন ভয় বা বিপদাশঙ্কা থাকে না, দয়াময়, তোমার স্নেহময়ী জ্যোতি একবার আমাদের হৃদয়াকাশে প্রকাশিত কর তাহা হইলে আমরা বিপদ্ভীতিসঙ্কুল সংসার-কান্তারে বিচরণ করিতে কখনই ভীত হইব না।

(১২৭)

বনফুলের মালা ভগবান বৈকুণ্ঠনাথেরও প্রিয় ও আদরের বস্তু, তিনি বনফুল না হইলে গলে ধারণ করেন না। বনমালাই তাহার প্রকৃষ্ঠ ভূষণ। বনে যে ভাল ফুল ফুটে না এমন নহে, হয়ত দেবতাদেরও আদরণীয় ফুল অনেক সময় বনেই মিলে। দয়াময়! আমার হৃদয় অরণ্যে কি কখন প্রেমের পবিত্র পুষ্প প্রস্ফুটিত হইবে না, যাহা তোমার চরণ পূজার উপযোগী হইতে পারে?

(১২৮)

মানুষ এক রূপে মোহিত হয়, নয়ত গুণে বশীভূত হইয়া

ভালবাসে। দয়াময়! তোমার রূপও কখন দেখি নাই, আছে কিনা তাহাও জানি না, আর তোমার গুণ এখনও হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিলাম না, তবে কিরূপে তোমাকে ভালবাসিব? তোমার প্রেম অনুভব করিতে পারি কিন্তু তোমাকে দেখিতে পাই না বলিয়া তোমাতে প্রেম স্থাপন করিতে পারি না। তাই বলি নাথ! যদি একবার তোমার অতুলন মোহন মূরতি আমাকে দেখাও, একবার তোমার অনন্ত গুণরাশি আমাকে বুঝিতে দাও তাহা হইলে কি আর তোমায় ছাড়িয়া সংসারে কাহারও সনে প্রেম করিতে পারি? তোমাকে প্রাণের দেবতা করিয়া হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখি, তোমাকে পাইয়া জগৎ ভুলিয়া থাকি।

(১২৯)

প্রাণের জ্বালা ধরিলে মানুষের লজ্জা সরম থাকে না, হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়।

(১৩০)

কোরকে কীট ধরিলে তাহা প্রায়ই প্রস্ফুটিত হয় না, দৈবাৎ প্রস্ফুটিত হইলেও তাহা সঙ্কুচিত থাকে, তাহার পূর্ণ-স্ফূর্ত্তি কখনই হয় না।

(১৩১)

লোকে মুখ-চাওয়া ধনের প্রতি পদে পদে বিপদাশঙ্কা করে এবং অনেক সময় কাল্পনিক বিপদ যথার্থ হইয়া দাঁড়ায়। অধিক স্নেহ প্রিয়জনের বিপদ ডাকিয়া আনে।

(১৩২)

জ্বর বিকার হইলে যেমন দেহের একপুরু চামড়া পুড়িয়া যায় সেইরূপ মনের বিকার হইলে অন্তরের একপুরু ছাল পুড়িয়া ছাই হয়।

(১৩৩)

আমরা যে সকল পাপ করিয়াছি জগতের পাঁচ রকম গোলমালে সে সব ভুলিয়া আছি তাই অনুতাপ অগ্নির আঁচ তত অনুভব হয় না। কিন্তু জীবনান্তে যখন জগতের কোলাহল ছাড়িয়া কোন নীরব নিস্তব্ধ গভীর বিজন প্রদেশে প্রবেশ করিব তখন অনুতাপ অনল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া আমাদের পুড়াইয়া মারিবে। আমার বোধ হয় উহাই জ্বলন্ত নরক।

(১৩৪)

চোখের ভালবাসা চোখ্ বুজিলেই ফুরাইয়া যায়। প্রকৃত প্রেম পরমাত্মার প্রিয় সহচর।

(১৩৫)

একটী বালুকা কণাকে ফুঁ দিয়া উড়ান যায়, তুইটী তিনটীও কোন রকমে ঝাড়িয়া ফেলা যায়। ক্রমে একটী আধটী করিয়া বহুকাল ধ'রে জমে জমে যখন বদ্ধমূল হইয়া একটী পর্ব্বতাকারে পরিণত হয় তখন হাজার যত্ন করিলেও আর তাহাকে নড়ান যায় না, সেইরূপ প্রথমে যখন মনে একটী আধটী পাপ স্পর্শ করিতে আরম্ভ করে তখনই তাহা পরিষ্কার করিয়া ফেলা উচিত নতুবা কালক্রমে যখন তাহারা দৃঢ়মূল হইবে তখন প্রাণ বাহির করিয়া ফেলিলেও আর তাহাদিগকে নির্ম্মূল করিতে পারিবে না।

(১৩৬)

অনেকেই বলেন "ঈশ্বরের মনে যা আছে তাই হবে" ঈশ্বরের মনে যে কি আছে তাহা মানবের জ্ঞানের অগম্য বলিয়া তাঁহারা হতাশ হন; কিন্তু বল দেখি ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ প্রণয় না থাকিলে তাঁহার মনের কথা কিরূপে জানিবে? যাহার সহিত

চেনা পরিচয় নাই সে কি হঠাৎ আসিয়া তোমার কানে ধরিয়া তাহার মনের কথা বলিয়া যাইবে? আগে তাঁহাকে জান তাঁহার সহিত ভাব কর, তবে ত তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিবে। খুব ভাব না হইলে সহসা কি কেহ কখন কাহারও কাছে মনের কথা বলিয়া থাকে?

(১৩৭)

একটী জলপূর্ণ পাত্রে এককোঁটা কালি পড়িলে তাহার কালিমা ঘুচিয়া গিয়া তাহা নির্ম্মল হয় কিন্তু এককোঁটা জল মসী-পূর্ণ পাত্রে নিক্ষিপ্ত হইলে নিমেষের মধ্যে নিজ অস্তিত্ব হারায়। সেইরূপ জগতে বহুগুণশালীর একটী আধটী দোষ লোকে গ্রাহ্য করে না এমন কি কখন কখন তাহা গুণবিশেষ বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়। আর দোষপূর্ণ ব্যক্তির একটী আধটী মহৎগুণ থাকিলেও তাহা মানুষের নজরে পড়ে না, পড়িলেও তাহা দোষেরই রূপান্তর বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

(১৩৮)

হৃদয়ে একবার পাপের আগুণ লাগিলে তাহা শীঘ্র নিবে না। চিতানলে দেহ ভষ্মীভূত হইলেও বোধ হয় সেই ভষ্মের নীচে সে আগুণ ধিকি ধিকি জ্বলিতে থাকে। তাহার নির্ব্বাণ বোধ হয় জন্মান্তরেও হয় না। তবে পাপীর শান্তি কোথায়?—জীবনে, না মরণে?—কিছুতেই নয়।

(১৩৯)

যে প্রাণকে আমরা জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসি এবং যাহার জন্য আমারা সব করিতে পারি সেই প্রাণই যখন এক সময় আমাদের পরিত্যাগ করিয়া পলায় তখন আর জগতে কাহাকে বিশ্বাস?

(১৪০)

ভাল সামগ্রী শীঘ্রই নষ্ট হয়। যেমন অনেক কষ্টে ভাল সামগ্রী মিলে তেমনি যদি তাহা অনেক দিন থাকিত তাহা হইলে জগৎ কি সুখেরই স্থান হইত! কিন্তু গোলাপ আজ ফুটিলে কাল শুকায়, এক মাসের পর একদিন পূর্ণিমা আসে একরাত্রি থাকে, তাও অনেক সময় আবার মেঘের জ্বালায় আসিতে পারে না। দুঃখময় জীবনে যদি একমুহূর্ত্ত সুখ হইল অমনি শত শত দুঃখরাশি আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে।

(১৪১)

সামান্য ঢিলও অনেক উঁচু হইতে পড়িলে খুব লাগে সেই-রূপ যে হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে সে একটী সামান্য কথা বলিলেও বড়ই কষ্ট হয়।

(১৪২)

চন্দ্রে কলঙ্ক সয়, বিদ্যুতে বজ্র সয়, পদ্মে কাঁটা সয়, পুষ্পে কীট সয়, অমৃতে গরল সয়, আশায় নৈরাশ সয়, কিন্তু প্রেমে বিচ্ছেদ সয় না।

(১৪৩)

চন্দ্র চিরকাল সমুদ্রে ছিলেন বলিয়া জলকণাদের সঙ্গে উঁহার অত ভাব। তাহারা আকাশে উঠিলেই তিনি তাহাদের কোলে গিয়া কতই আমোদ কতই সোহাগ করেন। বাল্য-প্রণয় ভুলিবার সামগ্রী নয়।

(১৪৪)

দয়াময়! তুমি আমাদের কত ভালবাস কিন্তু আমরা তোমাকে ভুলেও মনে করি না। তাই বুঝি মানব যাহাকে ভালবাসে তাহাকে পায় না?

(১৪৫)

কাঁচা বাঁশের খুঁটীতে শীঘ্রই ঘুন ধরে। সেইরূপ অপরিণত প্রেমে হৃদয় ঝাঁজরা করিয়া ফেলে।

(১৪৬)

মুখখানি কলঙ্ক-ভরা বলিয়া চাঁদ প্রত্যহ সব মুখখানি বাহির করেন না। তাই উঁকি ঝুঁকি মারেন।

(১৪৭)

সুখ চলে যায় তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতি চলে যায় না কেন? সুখের স্বাদ ভুলিয়া গেলে দুঃখে আর কষ্ট কি?

(১৪৮)

চাঁদ! তুমিই যথার্থ ভালবাসিতে শিখিয়াছ, কুমুদিনীকে তুমি এত ভালবাস যে সে না থাকিলেও তুমি তাহাকে দেখিবার আশায় সারা রাত পুকুরের পাঁকের ভিতর বসিয়া থাক।

(১৪৯)

বিক্ষিপ্ত কিরণরাশিকে (diffused light) কেন্দ্রীকৃত (focus) করিলে তাহার তেজ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। সেইরূপ যদি আমরা আমাদের বিকীর্ণ মনকে বাহ্য-জগৎ হইতে আকর্ষণ করিয়া পরমাত্মাতে কেন্দ্রীকৃত (concentrate) করি তাহা হইলে তাহার ক্ষমতা ও তেজ অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

(১৫০)

চন্দ্র কখন কখন মেঘের ভিতর লুকান্ কিন্তু আমরা তাহাতে অত কাতর হই না, কারণ মনে জানি আবার এখনি বাহির হই-বেন। সেইরূপ প্রেমে একবার বিশ্বাস জন্মাইলে আর ভয়

নাই। ভক্তের সহিত ভগবানের লুকোচুরী প্রেমের আনন্দময়ী লীলা।

(১৫১)

যদি ভালবাসিতে চাও তবে তাঁহাকে ভালবাসিও যাঁহার সহিত মরিলেও বিচ্ছেদ হইবে না। যদি বিরহের হাত এড়াইতে চাও তবে সেই চিরন্তন পুরুষের সহিত প্রণয় করিও। তাঁহার সহিত প্রীতি হইলে জগতের প্রিয় হইবে।

(১৫২)

ছেলেরা খেলা করিতে করিতে যাহা তাহাদের মনে ধরে না তাহাই ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়। তেমনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ভগবানের খেলা, তিনি পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া দেখিলেন তাহার মনোমত হইল না, অমনি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন তাই পৃথিবী দিব্যলোক হইতে নীচুতে পড়িয়া রহিল।

(১৫৩)

ভাল হইলে ত সকলেই ভালবাসে, দোষীকে ভালবাসাই মহত্ব। গোলাপ ত নিজগুণে সকলেরই প্রিয় হয়, কিংশুককে আদর করাই উদার প্রেমের মহিমা।

(১৫৪)

নিশার নিবীড় নীরদের নীলিমার কোলে সৌদামিনী একবার মুচ্কি হাঁসিয়া পলকের মধ্যে মিশাইয়া গেলে যেমন জগৎ আরো অন্ধকারময় ও ভয়ঙ্কর বোধ হয় সেইরূপ দুঃসহ বিরহের সময় নৈরাশ্যঘনঘটাচ্ছন্ন হৃদয়-তিমিরে একবার আশা-তড়িৎ নিমেষের দেখা দিয়া আমাদের বিভীষিকা দ্বিগুণতর বৃদ্ধি করে।

(১৫৫)

দয়াময় কাঙ্গাল করিয়া সৃষ্টি করিলে কেন? তাইত এত ভিক্ষা এত আবদার সহ্য করিতে হয়। জন্মকাঙ্গাল জন্মকাল হাহা করিবে তা ত তুমি জানিতে। অগ্রে কৃপণতা করিয়াছ এক্ষণে কৃপা না করিলে চলিবে কেন?

(১৫৬)

প্রেমই ইহজগতে প্রকৃষ্ট যোগ। এই যোগবলে যোগীজন-বাঞ্ছিত মুক্তি মিলে। এই যোগে ধ্যান ধারণা ও সমাধি সকলই আছে। স্বয়ং যোগীশ্বর এই যোগে যোগী। তিনি বিশ্বপ্রেমে মাতোয়ারা তাই তিনি পাগল, তাই তিনি জ্ঞানময়, তাই তিনি শিবময়, তাই তিনি শান্তিময়, তাই তিনি আনন্দময়। প্রেমে যে পাগল হইতে না পারিল, যে আত্মহারা হইতে না শিখিল, তাহার প্রেম করা বিফল। প্রেমিক উন্মত্ত হইলেও জ্ঞানী, দুঃখী হইলেও সদানন্দ, আত্মহারা হইলেও মহাত্মা, চির কাঙ্গাল হইলেও সুখী। তিনিই যথার্থ আত্মারাম।

(১৫৭)

অধিক পরিমাণ অমৃত বিষের সমান। অধিক বিষও অমৃত। প্রেম অমৃত, ইহা বেশী পান করিলে মানুষ জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে। কিন্তু যদি অপরিমিত পান করে তাহা হইলে আবার অমর হয়। ইহার আধিক্য বিষ কিন্তু সেই বিষ যে প্রচুর পরিমাণে পান করে সে মৃত্যুঞ্জয় হয়। দেবাদিদেব তাহার সাক্ষী।

(১৫৮)

প্রেমই প্রকৃত সন্ন্যাস। এই ধর্ম্মে যে একবার দীক্ষিত হইয়াছে সে গৃহস্থ হইলেও উদাসীন। সংসারের মায়া-জাল

তাহাকে আর আঁটিতে পারে না। তাহার প্রাণ সর্ব্ব বন্ধন হইতে বিমুক্ত। ভব-বন্ধন কাটিয়া সে জীবন্মুক্ত হয়।

(১৫৯)

নিদাঘের দুরন্ত তপনতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া কতকগুলি পক্ষী উচ্চতম আকাশে সুখে বিচরণ করে। পৃথিবী হইতে যতদূর (উচ্চে) উঠে ততই তাহারা শান্তি লাভ করে। আমাদের মনপাখী যখন ভবের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে খাক হয় তখন তাই উপরে উঠিবার জন্য অত ছট্ ফট্ করে।

(১৬০)

শ্রীহরির একটী চরণ হইতে যেমন গঙ্গা প্রবাহিত হইয়া সংসারের কর্দ্দমে আসিয়া মিশিয়াছে এবং জীবের সমস্ত কলুষ নাশ করিতেছে, সেইরূপ অপর পদ হইতে প্রেমনদী নিঃসৃতা হইয়া মানবের পঙ্কিল হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া উহাকে পবিত্র ও পরিষ্কৃত করিতেছে।

(১৬১)

জগতের সংহারকর্ত্তা মহাদেব জগতের অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া সমুদ্র-মন্থন সময়ে সমুত্থিত সমগ্র কালকূট হলাহল পান করিয়া জগতকে সমূহ বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন। দয়াময়, তোমার সংহার-মূর্ত্তিতেও যদি তুমি এত কোমল হৃদয় এত দয়ার্দ্র-চিত্ত, না জানি তোমার পালকরূপে তুমি কত রমণীয়, কত প্রশান্ত কত করুণাময়; যাঁহার তমোগুণ এত শান্তিময়, না জানি তাঁহার সত্ত্বগুণ কতই মধুর। তোমার স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা সকল রূপেই তুমি জগতের মঙ্গল সাধন কর।

(১৬২)

সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণে উত্তপ্ত হইয়াও চাঁদ জগতকে সুধাময় স্নিগ্ধ কিরণ বরিষণ করিতেছেন। আহা কি প্রেম! নিজে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিয়াও জগৎকে সুখী করিতে এত প্রয়াস।

(১৬৩)

ভালবাসা আশার ছলনা, মরীচিকা জীবন-প্রান্তরে, মানবের মোহনিদ্রা, নিদ্রা নয় জাগ্রত-স্বপন।

(১৬৪)

সময় সকলের পরিবর্ত্তন দেখিতে ভালবাসে কিন্তু নিজে চিরকাল সমান বহিতেছে। বড় মজার লোক।

(১৬৫)

একটী গাছ যেখানে জন্মায় সেখান হইতে তুলিয়া অন্যস্থানে পুতিলে তাহার বাঁচিবার আর বড় আশা থাকে না। সেইরূপ একটী প্রাণকে এক হৃদয় হইতে উপড়াইয়া অপর হৃদয়ে রোপণ করিলে তাহারও বাঁচিবার আশা খুব কম।

(১৬৬)

এই পৃথিবী হইতে যাহা যত দূরে আছে তাহা তত নির্ম্মল ও তেজোময়। বায়ু অপেক্ষা আকাশ, আকাশ অপেক্ষা চন্দ্র, চন্দ্র অপেক্ষা সূর্য্য, ও সূর্য্য অপেক্ষা নক্ষত্রগণ পরিষ্কার।

(১৬৭)

জগতের অভ্যন্তরে কোন শক্তি আছে যাহা জগতের যাবতীয় বস্তুকে তাহার দিকে টানে। মানব হৃদয়ের অভ্যন্তরেও তেমনি কোন জিনিষ থাকিতে পারে যাহা মনোবৃত্তি সমূহকে তাহার দিকে আকর্ষণ করে।

(১৬৮)

যাহার মোহন মুরতি দর্শন করিলে নয়ন চরিতার্থ হয়, প্রাণ মন জুড়াইয়া যায়, হৃদয় পূর্ণ হয়, যাহার মুখ খানি প্রস্ফুটিত কমল অপেক্ষাও কমনীয়, যাহার ওষ্ঠাধর বিকসিত কুসুমাপেক্ষাও ললিত মধুর, যাহার হাত ছু'খানি নবকিসলয় অপেক্ষাও সুকোমল, যাহার স্পর্শ নবনীত অপেক্ষাও নরম, যাহাকে গড়িতে, হে দয়াময়, তোমার সৃষ্টির যাবতীয় কোমল জিনিষ লইয়া বসিয়াছিলে তাহার হৃদয় পাথর দিয়া গড়িলে কেন? এ যে তোমার সৃষ্টিছাড়া কাজ দেখ্‌চি।

(১৬৯)

হে কাম, তোমাকে নমস্কার, তুমি ঈশ্বর হইতেও বড়, তোমার ক্ষমতা অসীম ; ঈশ্বর যাহাদের পশু হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন তুমি সেই মানবকে মুহূর্ত্তের মধ্যে পশুরও অধম করিতে পার, তোমার প্রতাপে দেবাদিদেবও কাঁপিতে থাকেন, দুর্ব্বল মানবের উপর তোমার এত প্রকোপ কেন ?

(১৭০)

হে ক্রোধ, তোমাকে নমস্কার, তুমি না পার এমন কার্য্যই নাই ; তুমি আক্রমণ করিলে মানবের জ্ঞান বিবেক একেবারে বিলুপ্ত হয়। যে টুকু আছে বলিয়া মানুষ সৃষ্টির মধ্যে বড়, সেই হিতাহিত জ্ঞানটুকু তুমি একেবারে নষ্ট কর, ঈশ্বরের সৃষ্টিকে তুমি উপহাস কর, চক্ষু থাকিতেও মানুষকে অন্ধ করিয়া ফেল, মানবের উপর এত পরাক্রম দেখালে যে তোমার কি পৌরুষ হয় তাহা বলিতে পারিনা।

(১৭১)

হে লোভ, তুমি যেমন অনায়াসে মানুষকে বশ করিতে পার এমন আর কেউ পারে না। তোমার বশে মানুষ জানিয়া শুনিয়া সুখকে জলাঞ্জলি দেয় ও আপনার মরণ ফাঁদ আপনিই পাতে, আপনিই পড়ে ও আপনিই মরে, আর তুমি অন্তরে থাকিয়া মজা দেখ আর হাঁস। গরিব মানুষের উপর এত অত্যাচার কেন? দুর্ব্বলের উপর বিক্রম প্রকাশে কোন গৌরব নাই।

(১৭২)

মদ, তুমি সাধারণ লোক নও; তোমার কথায় ভুলিয়া মানুষ নিজেকে ঈশ্বরের চেয়েও বড় মনে করে। আহা! এত প্রতারণা কি মানুষের সঙ্গে করিতে হয়? তোমার কথা শুনিয়া যাহারা নরকের কীট হইয়া স্বর্গের দেবতা হইতেও নিজেকে বড় জ্ঞান করে তাহাদের বিড়ম্বনা দেখিলে কাহার না চক্ষে জল আইসে? তোমার পায়ে পড়ি মানবের উপর প্রভুত্ব একটু কমাও।

(১৭৩)

মোহ, মায়াজালে জগৎ সংসারকে জড়াইয়া তোমার কি খেলা হইতেছে? গরিব বেচারাদের প্রাণ যাচ্চে আর তোমার আমোদ হচ্ছে। তোমার জ্বালায় মানুষ আপনহারা হইয়া কত বিপদে পড়িতেছে তাহা কি তুমি দেখিতেছ না?

(১৭৪)

মাৎসর্য্য, তুমি বড় মজার লোক, তোমার নিজের কিছুই নাই তবু পরের দেখিয়া জ্বলিয়া মর কেন? তোমার বশে মানুষ নিজেত কখন সুখী হইতে পারে না অপরের সুখেও ম্রিয়মাণ

হয়। আহা, তাহারা চিরদুঃখী, তাহাদের উপর কি তোমার দয়া হয় না।

(১৭৫)

দয়াময়, চক্ষু দুইটী উপড়াইয়া দাও, উহা লইয়া কি করিব যাহাতে জনমে কভু তোমার প্রেমময় মুখখানি প্রতিফলিত হইল না। কর্ণ বুজাইয়া দাও, তোমার অমিয়মাখা কথা যাহাতে জীবনে কখন প্রবেশ করিল না তাহা লইয়া কি কাজ? বাক্ রুদ্ধ করিয়া দাও উহাতে প্রয়োজন কি যাহা তোমার নিকট এ পর্য্যন্ত পঁহুছিতে পারিল না।

(১৭৬)

হে ঈশ্বর, তোমার আকার নাই যাহারা বলে তাহারা অন্ধ। তাহারা কি কখন অরুণোদয় দেখে নাই? তাহারা কি কখন সুকুমার শিশুর প্রফুল্ল-বদনে হাস্যের জ্যোতি দেখে নাই? তাহারা কি কখন নবপ্রস্ফুটিত পুষ্প দেখে নাই? তাহাদের চক্ষে কি কখন কোন রূপবতী সতীর যৌবন বিকাশের স্বর্গীয় জ্যোতি প্রতিফলিত হয় নাই? তাহারা কি কখন বিজলীর মুচ্‌কি হাসির ছটা দেখে নাই? তাহারা কি কখন পূরব-গগনে পূর্ণেন্দুর উদয় দেখে নাই? তাহারা কি ছেলে বেলায় মার কোলে শুইয়া মার মুখের মধুর হাসি দেখে নাই? এই সকল যদি দেখিয়া থাকে ও তাহাতে তোমার প্রেম-শান্তি-সুধাপূর্ণ জ্যোতির্ম্ময় মোহন-মূরতি প্রতিবিম্বিত দেখিয়াও বলে তোমার রূপ নাই তাহা হইলে দয়াময়, তাহাদের অন্ধতা কিরূপে ঘুচিবে? দীননাথ! দয়া করে একবার তোমার রূপ তাহাদের দেখাও তাহারা অতি দীন দুঃখী ও দুর্ভাগা।

(১৭৭)

বৃক্ষগুলি দিনমানে দিনমণির প্রচণ্ড উত্তাপ নিজমস্তকে ধারণ করিয়া আশ্রিত পরিশ্রান্ত পান্থকে শীতল ছায়া দানে শান্ত করিতেছে, আবার রাত্রিকালে হিমশিশির সহ্য করিয়া বিহঙ্গম গণকে আশ্রয় দানে রক্ষা করিতেছে; নদী নিজে তপ্ত বালুকা-রাশির উপর শয়ন করিয়া তৃষাতুর প্রাণীকে সুশীতল সলিল দানে সুস্থ করিতেছে; পাষাণময় শৈলরাজিও দেখ পরহিত সাধনের জন্য নিজের হৃদয় বিদারণ করিয়া অমৃতময়ী নির্ঝরিণী সৃষ্টি করি-তেছে; গাভী শুষ্ক খড় খাইযা তোমাকে অমৃত দান করিতেছে; হৃদযে পূতিগন্ধ পঙ্করাশি মস্তকে শৈবাল ধারণ করিয়া সরসী সুরভি কমলে তোমাকে তুষিতেছে; কুসুমগণ হৃদয়ে সতত কীট-দংশন জ্বালা সহ্য করিয়া মধুকরকে মধু দান করিতেছে আবার সৌরভে চারিদিক আমোদিত করিয়া তোমার মনপ্রাণ স্নিগ্ধ মুগ্ধ করিতেছে; বিহঙ্গমগণ কৃমি কীট আহার করিযা, রৌদ্রে পুড়িয়া জলে ভিজিয়া তবু সুমধুর অমিয়-সংগীতে তোমার মনোরঞ্জন করিতেছে; আহা! ইহাদের কি অনুপম অনির্ব্বচনীয় উদার প্রাণ! ইহাদের নিঃস্বার্থ সরল প্রেমের তুলনা কোথায় পাইব? দয়াময়, তোমার সৃষ্টির যাবতীয় জিনিষই তোমার প্রেমময় নাম প্রত্যক্ষ প্রমাণ করিতেছে। প্রেমময়ের রাজত্বে পশু পক্ষী অচেতন উদ্ভিদ সকলেই প্রেমিক; এ প্রেমের সংসার দেখিলে কাহার না জীবন জুড়ায়।

(১৭৮)

মানব সকলের শেষে সৃষ্ট বলিয়া তাঁহার মনে মনে অভিমান যে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট। আরে পাগল, তা কি কথন

হয়? সকল উপাদান ফুরাইয়া গেলে অবশিষ্ট এর একটু তার একটু লইয়া পাঁচ মিশালি এক কিম্ভূত কিমাকার দ্রব্য উৎপন্ন হয় ইহাও কি জান না? ভাল ভাল মনের মতন জীব প্রথমে সৃষ্টি করিয়া ঈশ্বর তাহাদের সৃজনাবশিষ্ট উপকরণ লইয়া খেলা করিতে করিতে মানুষ গড়িয়া ফেলিয়াছেন। তিনি মনোযোগ করিয়া গড়িলে আর মানুষ এক অদ্ভুত, অকৃতজ্ঞ, অজ্ঞ, অভিমানী, ও অপ্রেমিক জানোয়ার হইত না। মানুষ যদি তাঁহার বিশেষ মনোযোগ-দিয়া-গঠিত সৃষ্টির সর্ব্বোৎকৃষ্ট জীব হয় তাহা হইলে তাঁহার সৃষ্টি-নৈপুণ্যের ও সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গেল।

(১৭৯)

ভালবাসা অনেক প্রকার। কেহ না ভালবাসিয়া থাকিতে পারে না তাই ভালবাসে, কেহ ভালবাসা পাইবার আশে ভালবাসে, কেহ ভালবাসিতে হয় তাই ভালবাসে, কেহ ভালবাসা শিখিবার জন্য ভালবাসে, কেহ ভালবাসা শিখাইতে ভালবাসে, কেহ ভালবাসার প্রতিদানে ভালবাসে, আর কেহ হয়ত কেন যে ভালবাসে তা জানে না তবু ভালবাসে। কেহ প্রাণ দিয়া ভালবাসে, কেহ মন দিয়া ভালবাসে, কেহ বা মন প্রাণ দুই দিয়া ভালবাসে; কেহ হৃদয় দিয়া ভালবাসে, কেহ হৃদয় নিয়া ভালবাসে; কেহ ভালবাসা লইয়া খেলা করে, কেহ বা বেচা কেনা করে; কেহ ভালবাসা দান করে, কেহ বা ভালবাসা ভিক্ষা করে; ভালবাসার ভিখারী ঢের কিন্তু দাতা নাই বলিলেও চলে; যেখানে ভালবাসার দেওয়া লওয়া আছে সেখানে দুইজনই ভিখারী; দিতে পারিলে কেহ চায় না, দানের ক্ষমতা

থাকিলে ভিক্ষা করিবেই বা কেন? ভালবাসায় মানুষ পাগল হয়, নিরাশ হয়, কাঙ্গাল হয়; ভালবাসায় জ্ঞানী হয়, আশাপূর্ণ হয়, রাজা হয়, দেবতা হয়; ভালবাসায় লোক অন্ধ হয়, ভালবাসায় চক্ষু ফুটে, ভালবাসায় দুইটী হৃদয় এক হয়, একটী হৃদয় দুই হয়।

(১৮০)

এই সংসারের পাপ-পঙ্ক হইতে একটী মৃণাল-সূত্র উঠিয়া ক্রমশঃ ঊর্দ্ধগামী হইয়া সুরলোক অতিক্রম করিয়া দয়াময়ের চরণ পদ্মরূপে কুসুমিত হইয়াছে। ঐ মৃণাল-সূত্রটী অতি ক্ষীণ ও সূক্ষ্ম, সহজে দৃষ্ট বা অনুভূত হয় না, কিন্তু উহা এত শক্ত যে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উহাতে ঝুলাইয়া দিলেও উহা ছিন্ন হয় না। ঐ মৃণাল-সূত্রটীর নাম প্রেম। উহার অনেক শাখা প্রশাখা আছে কিন্তু একটী মাত্র ফুল—দয়াময়ের সেই রাজীব-চরণ।

(১৮১)

দয়াময়, তোমার অনিমেষ হাঁসি-মুখখানি সস্নেহে জগতের পানে ফিরাইয়া রহিয়াছ, যে হাঁসি দেখিয়া রবি শশী গ্রহ তারা হাঁসিতেছে, কুসুম-কলিকা প্রফুল্লিত হইতেছে, কল্লোলিনী কুলু কুলু স্বরে হাঁসিয়া কুরখুটি করিতেছে, নির্ঝরিণী ঝম্ ঝম্ করে অবিরল নাচিতেছে, ভ্রমর গুণ গুণ করিয়া গান গাহিতেছে, বিহঙ্গকুল সুমধুর তানে কর্ণে সুধা ঢালিতেছে, সুকুমার শিশু হাঁসিতেছে খেলিতেছে, নবকিসলয় হাঁসিতেছে নাচিতেছে, তরঙ্গ হেলিতেছে দুলিতেছে, সমীরণ সন্ সন্ বাজনা বাজাইতেছে, জ্যোতিষ্কমণ্ডলী অব্যক্ত অপূর্ব্ব গম্ভীর নিনাদে সুর দিতেছে, প্রকৃতি দেবী তোমার দিকে চাহিয়া তোমার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া

সাত্বিকভাবে পুলকিত হইয়া লজ্জা ও প্রেমভরে অবনতমুখে অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাঁসিতেছেন। দয়াময়, তোমার সেই হাঁসি-মুখখানি, সেই স্নেহময়ী প্রেমময়ী মুখছবি আমাদের কি একবার দেখাইবে না? তোমার সৃষ্ট যাবতীয় বস্তু তোমার মুখপানে চাহিয়া এই সংসারেই স্বর্গীয় সুখ হইতে উচ্চতর সুখ অনুভব করিয়া মধুর আনন্দে আপ্লুত হইতেছে আর অধম আমরা কি চিরকাল অন্ধ হইয়া থাকিব? দয়াময়, আমাদের জ্ঞান ও প্রেম এই চক্ষু দুইটী ফুটাইয়া দাও, আমাদের প্রতি কৃপা করিয়া হে কৃপানিধান, তোমার অনুপম প্রেমময়ী মোহিনীমূর্ত্তি দেখাও, আমরা একবার দেখিয়া জীবন সফল করি।

(১৮২)

অসহ্য গর্ভযন্ত্রণা ভোগের পর গর্ভমুক্ত হইলে শিশু যখন কাঁদিতে থাকে তখনি তাহার জননী তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া তুলিয়া আপনার স্তন্যসুধা পান করান, বালক তাহা পান করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া গর্ভবাসের সকল কষ্ট ভুলিয়া যায়। মানুষ যখন সংসাররূপ গর্ভযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া ব্যাকুল হৃদয়ে কাঁদিয়া উঠে তখন জগজ্জননী অমনি আসিয়া তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লন ও স্তন্যপীযূষ দানে তাহাকে পরিতৃপ্ত করেন সে তখন সংসারের সকল জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়া কেবল মার স্নেহময় মুখের প্রতি তাকাইতে থাকে, আর সে কাঁদে না।

(১৮৩)

কীটদষ্ট কোরকের পূর্ণ-বিকাশ প্রায়ই দেখা যায় না, মানব-

হৃদয়ও সেইরূপ কোরকাবস্থায় যদি চিন্তার বিষম কীটদ্বারা দংশিত হয় তাহা হইলে আর তাহার পূর্ণ-বিকাশ হওয়া দুর্ঘট।

(১৮৪)

মেঘের ভিতর রবির রক্তিমা গুপ্ত থাকে না, ভস্মে অগ্নির দীপ্তি প্রচ্ছন্ন থাকে না, বরং আরো সুন্দর দেখায়; তেমনি হৃদয়ের প্রেম লুকাইবার যো নাই, মুখে তাহার আভানুরাগ প্রভাসিত হইয়া মুখখানিকে অতুল স্বর্গীয় জ্যোতিতে বিভূষিত করে। সে ভাব ঢাকিতে গেলে আরও প্রকাশ হইয়া পড়ে ও সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য সমধিক বৃদ্ধি করে।

(১৮৫)

পৃথিবী অগ্নিকে চিরকাল নিজক্রোড়ে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, জলধি সুনীল আকাশের সুন্দর ছবি দিবানিশি বুকে করিয়া রাখিয়াছে, সমীরণ সস্নেহ-আলিঙ্গনে সতত জগৎকে সুখী করিতেছে। পঞ্চভূতের ভিতর যদি পরস্পরের এত প্রেম, এত অনুরাগ থাকে তাহা হইলে সেই পঞ্চভূতের সমষ্টি-সৃষ্ট যাবতীয় বস্তু যে প্রেমের পবিত্র শৃঙ্খলে পরস্পর আবদ্ধ থাকিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

(১৮৬)

নবোদিত রবি, উদয়োন্মুখ চন্দ্রমা, নবোৎফুল্ল কমল, স্ফুটনোন্মুখ কুসুম-কলিকা, নববিবাহিতা বধুর সলজ্জ-বদন, যৌবনের নবাগমে প্রেমের প্রথম-সঞ্চারে কামিনীর কমনীয় মুখকান্তি, কান্ত দরশনে সাধ্বী সতীর বদনে নবানুরাগব্যঞ্জিকা রক্তিমা, নবজাত শিশুর সুললিত প্রফুল্লিত বদন কমল, নবোদ্গত কিসলয়, এ সবই প্রায় একরূপ।

(১৮৭)

দিনমণির কিরণে দীপ্ত চন্দ্রকে দেখিলে তাহার পতিবিরহ-বেদনা হৃদয়ে জাগিয়া উঠে বলিয়া কমলিনী সুধাংশুর অমিয় কিরণেও জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে।

(১৮৮)

নিশির শিশির শীকর-সিক্ত উষাশিরে সুন্দর সিন্দর বিন্দুর শোভা দেখিয়াছ, সন্ধ্যা সুন্দরীর সুচারু-তারকিত সীমন্তপ্রান্তে জ্বলন্ত চন্দন ফোঁটার সৌন্দর্য্য-রাগের ছটা দেখিয়াছ, হিমকর-কিরণ-নিকর-অমৃত-আসারিত নিশীথিনীশিরে পূর্ণেন্দুর অপূর্ব্ব স্বর্গীয় জ্যোতি দেখিয়াছ, শিবজটাবিহারিণী সুরধুনীর সুশীতল সুশুভ্র ফেণবিম্বাসার-সিঞ্চিত সুললিত শৈলেশসুতা-শিরে শোভমান শশাঙ্ক-রেখার দিব্যদ্যুতি দেখিয়াছ, আর সম্প্রদান সময়ে পরিণীয়মানা ললনার প্রেম-পুলকিত বিন্দু বিন্দু স্বেদ-কণিকাভিষিক্ত সীমন্তে প্রথম পতিমিলন চিহ্ন সিন্দুরের টিপ্ দেখিয়াছ; বল দেখি, তোমার চক্ষে কোনটীর সৌন্দর্য্য সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ বোধ হয়।

(১৮৯)

নবীন-নীরদ-নির্ঝরিত নীরধারাগর্ভে তড়িৎ-প্রভা দেখিয়াছ, মর্ম্মর-পর্ব্বতে নর্ম্মদা-নির্ঝরের স্ফটিক ফেণপুঞ্জ মধ্যে পূর্ণ-শশীর প্রতিভা প্রতিবিম্বিত হইতে দেখিয়াছ, হিমগিরির তুষার মণ্ডিত ধবলশিখরে প্রভাত অরুণের তরুণ কিরণের সৌন্দর্য্য দেখিয়াছ, কিন্তু পতি সোহাগিনী রমণীর অপাঙ্গে প্রেমাশ্রু-প্রস্রবণে প্রতিভাত হাস্যের জ্যোতির তুলনা কি কোথাও দেখিয়াছ?

(১৯০)

বল দেখি, রূপ, আকাশের না রজনীর; মাধুরি, চন্দ্রের না শরতের; লালিত্য, শিশুর না শৈশবের; সৌন্দর্য্য, যুবতীর না যৌবনের; সৌরভ, কুসুমের না বিকাশের; শৈত্য, বায়ুর না প্রভাতের; লাবণ্য, মুকুলের না বসন্তের; নবরাগ, কিসলয়ের না মাধবের; মাধুর্য্য ফলের না পরিণতির?

(১৯১)

হৃদয়-দর্পণে মুকুরিত আত্মার প্রতিবিম্ব যদি জীবন্ত হয় তবেই প্রিয়তমের তুলনা মিলে, নতুবা ত্রিভুবনে সে অতুলনীয়।

(১৯২)

বেগবতী স্রোতস্বতীর প্রবাহ ফিরান যায়, জলপ্রপাতকে পতন হইতে বিরত করা যায়, পতনশীল পদার্থকে কেন্দ্রাভিমুখ হইতে ফিরান যায়, রবি শশীকে রাশিচক্র হইতে সরাইতে পারা যায়, পৃথিবীর গতি ফিরাইয়া অপর এক সূর্য্যের দিকে প্রধাবিত করান যায়, ধ্রুবতারাকে নড়াইয়া বসান যায়, গ্রহগণকে কেন্দ্রচ্যুত করা যায়, এ সকল সম্ভব হইলেও হইতে পারে কিন্তু প্রেমের টান একবার যেদিকে গিয়াছে সেদিক হইতে প্রাণের গতি ফিরাইয়া তাহাকে অপর বস্তুতে নিবদ্ধ করা অসম্ভব।

(১৯৩)

প্রেমের পবিত্র লীলা বুঝা ভার। ইহা মানুষকে দেবতা করে, দেবতাকে পশু করে; রাজাকে কাঙ্গাল করে, পথের ভিখারীকে রাজত্ব দেয়; মহাদেবকে শ্মশানবাসী করে, শবকে শিবত্ব দেয়; বনকে নগর করে, নগরকে অরণ্য করে; সুখ-নিদ্রাভিভূত করিয়া মানবের চক্ষের নিদ্রা কাড়িয়া লয়; মরু-

ভূমিকে বারিনিধি করে, সিন্ধুকে মরু করে; পাষাণকে দ্রব করে, কোমলকে পাষাণ করে; ইহার এক চোখে হাঁসি, এক চোখে কান্না, এক হাতে ফুলমালা, একহাতে খড়্গ, এক মুখে কখন সুধা কখন গরল; ইহার রূপ অনেক, গুণও ঢের, ইহা সগুণ, ইহা নির্গুণ, ইহা শীতল, ইহা আগুণ, ইহা সাকার, ইহা নিরাকার, ইহা ক্ষণিক, ইহা অনন্ত, ইহা বিশ্বের স্রষ্টা, ইহা সৃষ্টির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

(১৯৪)

কুসুমের সৌন্দর্য্য শুকাইলে আর সে লোকের কাছে মুখ দেখায় না, অমনি ভূমিতে ঝরিয়া পড়ে। অসময়ে জগতে কেহ আদর করে না এই অভিমানে ফুল ভূতলে পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া লুকাইতে থাকে, আহা! অবস্থাদোষে শ্রেষ্ঠ বস্তুরও অনাদর হয়; হেন অবিবেকী জগৎকে ধিক্।

(১৯৫)

বল দেখি সুখের আশা ভাল, না স্মৃতি ভাল? আশা, অনিশ্চিত ভাবী সুখের কল্পনা, আর স্মৃতি, পূর্ব্বানুভূত সুখের চিন্তা। আশা মিটে না, অতীত সুখও ফিরে না। দু'য়েতেই সমান জ্বালা।

(১৯৬)

মানব উন্নত হইলেই অমনি তাহার মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইয়া উঠে, কিন্তু দেখ উচ্চতম মহান্ গিরিশিখর গগন ভেদ করিয়া উঠিলেও সতত সুশীতল তুষারাচ্ছন্ন থাকে। দয়াময়, হিমগিরিকে যে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছ তাহা উত্তমই করিয়াছ, মানুষ অত উন্নত হইলে হয়ত গরমে তাহার মাথা ফাটিয়া যাইত।

(১৯৭)

চিতানলে শরীরকে দগ্ধ করে। চিন্তানলে শরীরীকে পুড়ায়।

(১৯৮)

দয়াময়! তোমার সৃষ্টির সকল বস্তুই সীমাবদ্ধ করিলে কিন্তু আশার সীমা নির্দ্ধারিত করিতে পারিলে না কেন?

(১৯৯)

দয়াময়, তোমার ভক্তগণকে বিধিমতে কষ্ট দিবে বলিয়াই ত তাহাদের হৃদয় কোমল করিয়া গড়িয়াছ, তা না হইলে তুমি তাহাদিগকে যত কষ্ট দাও তাহার ভার কি কখন তাহারা সহিতে পারিত, কঠিন হইলে নিমেষেই তাহাদের হৃদয় চূর্ণ হইয়া যাইত; কোমল বলিয়াই ত পিষিত হইয়াও চূর্ণ হয় না।

(২০০)

আকাশে কি কখন কয়লার দাগ পড়ে? তবে আকাশের অপেক্ষাও নির্ম্মল সাধু হৃদয়ে পাপস্পর্শ কিরূপে সম্ভবে? প্রশান্ত প্রশস্ত হৃদয় সদাই প্রসন্ন, তাহাতে বিকার অসম্ভব। যাঁহার হৃদয়ে নির্বিকার সদা বিরাজ করিতেছেন তাঁহার মন কি কখন বিকৃত হইতে পারে।

(২০১)

বিজ্ঞান বলেন প্রকৃতিদেবী শূন্য স্থান অপূর্ণ রাখেন না, কিন্তু প্রিয়জনের বিরহে হৃদয়ে যে শূন্যতা অনুভূত হয় তাহা কি কখন পূর্ণ হয়? সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড অন্তর্প্রবিষ্ট করাইলেও হৃদয়ের সে ফাঁক টুকু বুজে না। তাই প্রিয়বস্তু হারাইলে প্রকৃতিদেবীও অভাব পূরণে পরাস্তা হন।

(২০২)

আমাদের হৃদয়ে পাপ ঢুকিলেই তাহা প্রাকৃতিক নিয়মে দূরীকৃত হয়, কারণ অনুতাপ-অনল তৎক্ষণাৎ প্রজ্জ্বলিত হইয়া পাপকণাকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলে এবং সেই সময় প্রতি লোমকূপ হইতে সেই অগ্নিশিখা বহির্গত হইতে থাকে। পরে সে অগ্নি নিবিয়া গেলে যে ধূমোদ্গম হয় তাহাতে পাপীর শরীরে কালিমা ঢালিয়া দেয়। তাই কোন পাপকার্য্য করিলে পাপীর মুখ প্রথমে লাল হইয়া উঠে ও পরক্ষণেই তাহা মলিন হইয়া যায়।

(২০৩)

মূর্ত্তিমতী ক্ষমা বসুন্ধরা, সেই সর্ব্বসহা পৃথ্বীর ধূলি হইতে জন্মাইয়া মানবের ঔদ্ধত্য আশ্চর্য্যের বিষয়।

(২০৪)

মানবের মন একটী Concavo-convex lens, ইহার এক দিকে প্রবৃত্তি অপর দিকে নিবৃত্তি; প্রবৃত্তির দিকে জগৎ যখন প্রতিবিম্বিত হয় তখন উহা অত্যন্ত বিশালতা প্রাপ্ত হয় ও তৎসঙ্গে উহার প্রাধান্য মহৎ বলিয়া প্রতিভাত হয়; কিন্তু নিবৃত্তির দিকে জগৎকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয় ও সময় সময় এত ছোট দেখায় যে বোধ হয় তৎকালীন তাহার অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয়।

(২০৫)

প্রিয়জনের চিতা শ্মশানে নির্ব্বাপিত হইলে হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। শ্মশানে আর তাহা জ্বলিয়া উঠে না, হৃদয়-শ্মশানে আর তাহা নিবে না।

(২০৬)

কালকূট বিষধরের দংশনে মানব অভিভূত হইয়া পড়ে ও অধিকক্ষণ তীব্র যাতনা ভোগ করিবার পূর্ব্বেই সকল যন্ত্রণার হাত এড়ায় ; কিন্তু পাপের বিষ হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তুষানলের ন্যায় গুমে গুমে অনন্তকাল পুড়িতে থাকে ও প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যু যন্ত্রণারও অধিক কষ্ট দেয়। পাপবিষের জ্বালা শত কাল-কূট বিষধরের দংশনের অপেক্ষাও তীব্রতর।

(২০৭)

ভক্তের কোমল হৃদয়ে পাছে তাঁহার মুখছবি কোন কালে মুছিয়া যায় তাই দয়াময় দুঃখানলে দগ্ধ করিয়া তাহা পাষাণের মত দৃঢ় করিয়া লন।

(২০৮)

যেমন reflector আলোকের দীপ্তি বৃদ্ধি করে সেইরূপ ভগবৎপ্রেম যাহার হৃদয়ে একবার জ্বলিয়া উঠিয়াছে, স্ত্রী পুত্র বন্ধুবর্গ তাহার সেই প্রেমেরই উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধন করে। সংসার তখন তাহার মুক্তির প্রতিবন্ধক হয় না বরং সহায়তা করে। পবিত্র প্রেমে পরমেশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি প্রকৃষ্টরূপে প্রতিফলিত হয় ; সেই প্রতিবিম্বে জগৎ প্রতিবিম্বিত।

(২০৯)

শুষ্ক কাষ্ঠই আগুনে জ্বলিয়া উঠে ও শীঘ্র পুড়িয়া ছাই হয়, ভিজে থাকিলে তাহা সহসা ধরে না, যদি সংসারের ভীষণ অনলে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে না চাও তবে শীঘ্র নীরস হৃদয়কে দয়াময়ের প্রেমামৃত রসে ভিজাইয়া ফেল। যতক্ষণ ভগবৎ প্রেমে হৃদয় আর্দ্র ও সরস থাকে ততক্ষণ ভবদাবানলে তাহার পুড়িবার আশঙ্কা নাই।

(২১০)

সুমিষ্ট সুস্বাদু দ্রব্যের উপাদানগুলির ভিন্ন ভিন্ন আস্বাদন ভাল না হইতে পারে তাহাদের একত্র সমাহারই মধুর। মেঠাই খাইতে হয়ত খুব ভাল লাগিল কিন্তু তাহাকে ভাঙ্গিয়া তন্ন তন্ন করিয়া বিচার কর, দেখিবে দাল, সুজি, ঘৃত প্রভৃতি উপাদান-গুলির কোনটীই শুধু খাইতে ভাল লাগে না। সেইরূপ দয়া-ময়ের এই সংসার তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিতে গেলেই অসার বোধ হইবে, পরন্তু তাহা সমগ্র একেবারে বিচার করিলে বেশ মিষ্ট লাগে।

(২১১)

প্রতিহত পদার্থ যেমন পূর্ব্বস্থানে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করে সেইরূপ প্রতিহত প্রেম পরমেশ্বরের পাদপদ্মে প্রতিনিবৃত্ত হয়।

(২১২)

খাবারওয়ালারা তাহাদের যত বাসী ও পচা খাবার থাকে তাহা একবার চিনির রসে ফেলিয়া পুনরায় টাট্‌কা করিয়া লয় এবং তাহাদের বিকৃতাস্বাদ আর অনুভূত হয় না। সেইরূপ হৃদয় যতই কলুষিত হউক না কেন, যতই পাপের পূতিগন্ধ-পূর্ণ হউক না কেন, একবার দয়াময়ের প্রেমামৃতরসে ডুবাইয়া লও তাহা হইলেই তাহার সমস্ত বিকার দূরে যাইবে ও তাহা এক অভিনব ভাব ধারণ করিবে।

(২১৩)

বৃক্ষের গঠনে সৌন্দর্য্য, ফলে মাধুর্য্য, ফুলে সৌগন্ধ, কিসলয়ে সৌকুমার্য্য ও শাখায় পাখীর মনোহর সংগীত এই সমস্তই দয়া-ময়ের পূজার জন্য।

(২১৪)

উত্তম পাকের সন্দেশ হইলে তাহা যেরূপ ছাঁচেই বাঁধ না কেন আস্বাদনের প্রভেদ হইবে না। পবিত্র-হৃদয় প্রেমিক সকল অবস্থাতেই সমান।

(২১৫)

কোন বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে ছেলেরা তাহা প্রথমে মুখস্থ করে, সেইরূপ দয়াময়কে হৃদয়ে পাইতে হইলে তাঁহার নাম দিবানিশি জপ করিতে হইবে।

(২১৬)

বিপদের ন্যায় উচ্চপদ আর জগতে নাই। ঐ সময় মন সেই বিশিষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হয় যাহাতে সে দয়াময়ের শ্রীচরণ স্মরণ করিতে বিস্মৃত হয় না।

(২১৭)

মা, সন্তান দোষ করেছে, যা শাস্তি দিতে ইচ্ছা তুই নিজে দেনা, সংসারের কাছে মার খাওয়াস্ কেন? তোর সাম্‌নে তোর ছেলেকে ধরে বেঁধে অপরে মার্‌বে আর তুই দাঁড়িয়ে মজা দেখ্‌বি? তুই কেমন দয়াময়ী গো?

(২১৮)

কোন মিষ্টি স্বাদু সামগ্রী আগ্রহের সহিত খাইতে খাইতে ক্রমশঃ অধিক উদরস্থ হইলে তাহাতে আপনা হইতেই নিবৃত্তি জন্মে বটে, কিন্তু লোভ বশতঃ অধিক পরিমাণ খাওয়ার দরুণ শরীরের যে পীড়া হয় তাহার ভোগ কোথায় যাইবে? আপাত-মধুর বিষয়সুখে ভোগ করিতে করিতে ক্রমশঃ বিতৃষ্ণা হয় বটে কিন্তু প্রথমে উগ্র প্রবৃত্তি বশতঃ অধিক ভোগ করিলে মনে যে

সকল বিকার জন্মায় তাহার ধাক্কা সাম্‌লাইতেই জীবন কাটিয়া যায়।

(২১৯)

দয়াময়, আমরা মাটীর মানুষ, আমাদের হৃদয়ও কর্দ্দমময় তাহা আবার পাপের জ্বালায় শুকিয়ে কাঠ হইয়াছে, তাই বুঝি তুমি আমাদের হৃদয়ে আইস না। তুমি রাজরাজ্যেশ্বর হইয়া নিজের থাকিবার জন্য এমন কাদার ঘর করিলে কেন? তুমি যে আমার মত খেপা তা ইহাতেই একটু একটু জানা যাচ্চে।

(২২০)

মা, তুই যদি সংসার কার্য্যে সদাই ব্যস্ত থাকিস্ বলে ছেলেকে কোলে নিতে অবকাশ না পাস তাহলেও একবার সাড়া দিলেওত ছেলেটা কতক ঠাণ্ডা হয়; না হলে কেঁদে কেঁদে যে তার গলা পড়ে গেল, সে যে আর মা বলে স্পষ্ট ডাকিতে পারে না। জগজ্জননি! তোর এরূপ ব্যবহার জগতের দৃষ্টান্ত-স্থল হ'লে আর জগৎ চলিবে না।

(২২১)

দশ বিশ বৎসর কোন ঘর অপরিষ্কার ও আবর্জ্জনা-পূর্ণ থাকিলেও তাহা একবার ঝাঁটা দিলে পরিষ্কার হয়, সেইরূপ বহুকালাবধি পাপে পরিপূর্ণ হৃদয়ও যদি একবার জ্ঞান-সম্মার্জ্জনী দ্বারা পরিষ্কার করা হয় তাহা হইলে তাহা দয়াময়ের আবাসস্থান হইতে পারে।

(২২২)

মহাদেব মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া আছেন বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে মা ব্রহ্মময়ী নৃত্য করিতেছেন। ঐরূপ অহংজ্ঞান-শূন্য হইয়া

জীবন্মৃত হইলে মা আমার সকলের হৃদয়েই বিহার করেন। ভোলানাথের মতন বিশ্বপ্রেমে উন্মত্ত হও তবে আত্মহারা হইতে শিখিবে। পাগল না হইলে আমার পাগলী মা কাহাকেও দেখা দেন না।

(২২৩)

ভিখারীর 'মা' 'মা' ধ্বনি গৃহিনীর কর্ণে প্রবেশ করিয়াও করে না, কিন্তু শিশুর রোদনের ভিতর হইতে অস্ফুট "মা" বলা তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলে ও তিনি সকল কার্য্য ফেলিয়া সন্তানের নিকট ছুটেন। দয়াময়ী মার কাছে চিৎকার করিয়া প্রার্থনা করিতে হইবে না, তাঁহাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিলে মা তোমার অভাবের সময় আপনিই ছুটিয়া আসিবেন।

(২২৪)

কাঁটা প্রেক যতই ছোট হউক না কেন জলে ডুবিয়া যাইবে, কিন্তু বৃহৎ শালকাট কোন মতেই ডুবিবে না, ডুবাইয়া দিলেও তখনি ভাসিয়া উঠিবে। যাঁহাদের হৃদয় সারবান তাঁহারা দয়াময়ের প্রেমামৃত সমুদ্রে টুপ্‌ করিয়া ডুবিয়া যান আর অসার সংসারীগণ চিরকাল ভাসিয়া বেড়ায়।

(২২৫)

শুধু ধান চিবাইয়া খাওয়া যায় না, তাহা ভাজিলে যে খৈ হয় তাহা বরং খাওয়া যায়, কিন্তু সেই খৈ যখন চিনির রসে পাক করা হয় তখন অতি উপাদেয় হয়। আমাদের জ্ঞান শুষ্ক ধানের ন্যায়, অনুতাপ অনলে উত্তপ্ত হৃদয়ে ভাজিয়া লইলে খৈ হয়, দয়াময়ের প্রেমরসে পাক করিয়া লইলে তবে তাহা আদরের সামগ্রী হয়।

(২২৬)

স্মরধুনী যতদিন শম্ভুশিরে ছিলেন ততদিন তাঁহার মহিমা কেহ জানিত না কিন্তু যখন তিনি জগজ্জনের পদরেণু-লুণ্ঠিতা হইয়া প্রবাহিত হইলেন তখনই তাঁহার মাহাত্ম্য জগতের লোকে জানিল। তিনি স্বয়ং নিম্নগামিনী হইয়াও জীবগণকে পরমপদ প্রদান করেন, তিনি নিজে কলুষিত হইলেও সর্ব্ব কলুষ বিনাশ করেন, তিনি প্রাণীবর্গের শরীরের মলিনতা দূর করিয়া মনের প্রসন্নতা ও পবিত্রতা সম্পাদন করেন, তাঁহার সুশীতল সলিলে পাপের জ্বালা জুড়ায়, রোগ শোক দূরে যায়। এ সমস্ত গুণই তাঁহার স্বাভাবিক, তিনি যে দয়াময়ের শ্রীচরণ-প্রসূতা। সেইরূপ প্রেমময় পরমেশ্বরের শ্রীপাদপদ্মে যাঁহারা প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছেন, তদীয় প্রেম প্রস্রবণে যাঁহারা নবজীবন লাভ করিয়াছেন তাঁহারা যতদিন না সেই উচ্চস্তর হইতে নামিয়া জনসাধারণের সহিত মিশেন ও জগতের পাপরাশি প্রক্ষালন করিয়া, অনুতাপ অনল প্রশমিত করিয়া, পবিত্র প্রেম প্রবাহে ত্রিভুবন ভাসাইয়া শান্তিনিকেতনে লইয়া যান ততদিন তাঁহাদের মাহাত্ম্য প্রকাশ পায় না।

(২২৭)

কোন উৎসব কার্য্যে যখন চারিদিকে পান ভোজন হইতে থাকে তখন যাঁহারা ভক্ষ্যপেয় বিতরণ বা বণ্টন করেন তাঁহাদেরই নিকটে সকলে নিজ নিজ অভিরুচিমত খাদ্য দ্রব্যাদি প্রার্থনা করে; তাঁহারও কখন বা কাহাকেও আগ্রহসহকারে প্রার্থিত দ্রব্য প্রদান করেন, কাহারও প্রতি বা বিরক্তি প্রকাশ করেন, দ্রব্য সামগ্রী সকলই যেন তাঁহাদের নিজের; গৃহস্বামীর কর্ত্তৃত্ব

তৎকালীন দাতা গৃহিতা উভয় পক্ষই ভুলিয়া যান। আনন্দময়ের আনন্দরাজ্যে নিত্যই মহামহোৎসব, কেহ দিতেছে কেহ খাইতেছে, যে দিতেছে সেও মনে করে আমি দিতেছি, যে খাইতেছে সেও মনে করে অমুক খাওয়াইতেছে। দয়াময় আমার উদাসীন ভাবে অন্তরাল হইতে দেখিতেছেন ও হাঁসিতেছেন। হায়! নিজের কর্ত্তৃত্বাভিমানে অন্ধ হইয়া মানব তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছে না, জানিয়াও বিস্মৃত হইতেছে।

(২২৮)

উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে নিম্নে দৃষ্টিপাত করিলে নিম্নতলস্থ দ্রব্যসমূহের উচ্চতার তারতম্য লক্ষিত হয় না, সকল দ্রব্যই সমান অনুমান হয়। তদ্রূপ যাঁহারা সংসার ছাড়িয়া উন্নতির পথে কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহারা বস্তু বা কর্ম্মগত বৈষম্য দেখিতে পান না। অধ্যাত্মরাজ্যে জীব সর্ব্বত্র সমদর্শী হয়, তখন তাহার বিষ্ঠা চন্দনে, মৃত্তিকা কাঞ্চনে, আপনার পরে, সদসতে প্রভেদ থাকে না।

(২২৯)

এই পৃথিবীতে সময় উপস্থিত হইলে সকল দ্রব্যই স্বাভাবিক নিয়মে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। দবদহন, জলপ্লাবন, প্রবল ঝঞ্ঝাবাত, ভূকম্পন, অগ্ন্যুৎপাৎ, মারীভয়, পঙ্গপাল, মহাযুদ্ধ প্রভৃতিও এই নৈসর্গিক নিয়মের নিদর্শন। পাপ পরিপূর্ণ হইলে, দেহীর অন্তরে অনুতাপ অনল স্বতঃই প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে ও যুগপৎ পাপরাশি ভস্মসাৎ করিবে। সর্ব্বমঙ্গলনিদানের মঙ্গলময় নিয়মের উপর নির্ভর করিয়া পাপী নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত থাকুক। সুদূরপরিণাম পরব্রহ্মে লয় ভিন্ন আর কিছুই নয়।

(২৩০)

প্রেমপদার্থ স্বভাব-মধুর, উহা যাহার সহিত মিশাইবে তাহাই মিষ্ট লাগিবে। তবে ক্ষুদ্রাশয় ব্যক্তি পার্থিব প্রেমের প্রয়াশী, আর ভক্ত মহাজন ভগবৎ-প্রেমের প্রার্থী। যেমন মুড়কি ও ভাল সন্দেশ, দুইই মিষ্টি, দ্বারের ভিখারী একমুঠা মুড়কি পাইলেই সন্তুষ্ট হইবে ও আনন্দ প্রকাশ করিবে কিন্তু মহাশয় ব্যক্তির জন্য রাতবী সন্দেশ চাই। প্রেমময় আমার সহস্র হস্তে প্রেম বিলাইতেছেন তুমি যেমন আশা করিয়া যাইবে তেমনই পাইবে। তাঁহার অক্ষয় ভাণ্ডার, কাহাকেও নিরাশ হইতে হইবে না।

(২৩১)

অন্তর বাহির যখন এক হইবে, দেহের অন্তরায় ঘুচিবে, তখনই হৃদয়ের অন্তস্তলনিহিত প্রিয়তমের প্রতিমূর্ত্তি বাহিরে আভাসিত হইবে, নতুবা মূর্ত্তিপূজা কি বলিতে পারি না। অন্তর বাহির এক না হইলে অন্তরের ধনকে বাহিরে কিরূপে দেখিতে পাইবে। যে ব্যক্তি দেহ ছাড়িয়া বাহিরে দাঁড়াইতে পারিয়াছে সেইই সম্মুখে প্রিয়তমের মুখছবি প্রতিবিম্বিত দেখিবে। দেহে ডুবিয়া থাকিলে কেহ কখনই তাঁহার দর্শন পাইবে না। জলের ভিতর হইতে কি উপরের কিছু দেখা যায়, না শুনা যায়।

(২৩২)

"মন স্থির," "মন স্থির" করিয়া সকলে অস্থির। আরে পাগল মন থাকিতে কি মন স্থির হয়? মনের মরণই মনের স্থৈর্য্য। তাহার অস্তিত্বই তাহার কার্য্য, তাহার নিরোধই তাহার লয়। জীবাত্মা যখন বাহ্য জগতের সহিত সম্বন্ধ হন

তখনই মনের সৃষ্টি, মনের অস্তিত্ব। সে সম্বন্ধ বা বন্ধন যখন ঘুচিয়া যায় মনের তখন লয় হয়। এই অবস্থায় জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত মিলিত হন, ইহাকেই যোগীরা বলেন সমাধি। মন না মরিলে সমাধি হইবে কার?

(২৩৩)

সকল লোকেরই প্রায় আবাস গৃহ হইতে চাকরী-স্থল কিছু না কিছু দূর ; কাহারও বা অল্প কাহারও বা বেশী। তেমনি দয়াময়ের চাকরী করিতে হইলে এ ঘর সংসার ছাড়িয়া একটু অগ্রসর হইতে হয়, কাহাকেও বা একটু অধিক কাহাকেও বা একটু কম। ঘরে বসিয়া থাকিলে অর্থাৎ সংসারে আবদ্ধ থাকিলে সে চাকরী মিলে না।

(২৩৪)

প্রকৃতি পুরুষে বড় প্রেম। পুরুষ যখন প্রেমে বিভোর হইয়া প্রকৃতি ভাবাপন্ন হন তখনই সৃষ্টি হয়, আর প্রকৃতি যখন পুরুষ-প্রেমে ডুবিয়া নিজ অস্তিত্ব হারান তখনই প্রলয় হয়।

(২৩৫)

অজ্ঞান শিশুর নিদ্রিতাবস্থায় ক্ষুধা পাইলে সে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া কাঁদিয়া উঠে। তাহার অভাব সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট ব্যক্ত না হইলেও তাহার জননী ত্বরিতে তাহার সন্নিহিত হইয়া তাহাকে স্তনদান করেন। মাই খাইতে খাইতে যখন উদর পূর্ণ হইয়া আসে তখন শিশু পুনরায় গাঢ়তর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে। কে আসিল কে খাওয়াইল তাহা একবার চক্ষু মেলিয়া দেখেও না। আমাদেরও ঠিক তাই হইয়াছে ; আমরা মায়া-নিদ্রায়

চিরদিন অভিভূত, আমাদের অভাব হইলে তাহা অস্পষ্ট অব্যক্ত ভাবে কোন প্রকারে তাহা পূর্ণ করিবার প্রার্থনা প্রকাশ করি। জগজ্জননী মা আমাদের অমনি ছুটিয়া আসিয়া তাহা পূর্ণ করেন। অভাব পরিপূর্ণ হইলে আমরা পুনরায় প্রগাঢ়তর নিদ্রাভিভূত হই। কে অভাব পূরণ করিল, কোথা হইতে ক্ষুধা নিবৃত্ত হইল অত শত ভাবি না। চক্ষু খুলিয়া দেখি না কাহার কোলে রহিয়াছি, কে আমাদের স্তন্যসুধাদানে শান্ত করিতেছেন। চক্ষু মেলিয়া যদি একবার দেখি তাহা হইলে ক্ষুধা তৃষ্ণা যে জনমের মত পলায়ন করে, তাহা জানিয়াও জানি না, ভ্রমেও ভাবি না।

(২৩৬)

দয়াময় আমাদের হৃদয়-ক্ষেত্রের মাটী তৈয়ারী করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন, আমরা তাহাতে যে প্রকার বীজ ছড়াইব সেইরূপ ফলই প্রচুর পরিমাণে পাইব। ভাল বীজ বপন করিলে সুফল ফলিবে, মন্দ বীজ ফেলিলে মন্দ ফল হইবে, তাহাতে আর তাঁহার দোষ কি?

(২৩৭)

হিংসা, দ্বেষ, সহানুভূতি, ঘৃণা সবই এক। সর্ব্বত্রই আপনাকে অপরের অবস্থাপন্ন মনে করা বা করিতে ইচ্ছা করা কিম্বা না করা; যতক্ষণ আপনার অস্তিত্ব থাকিবে ততক্ষণই এই সকল মনোবিকার সম্ভব। অহংভাব নাশ প্রাপ্ত হইলে ইহার কিছুই থাকিবে না, সকলই লয় পাইবে।

(২৩৮)

কোন ভাল দ্রব্য লইতে হইলে অগ্রে আমরা পাত্রটী

পরিষ্কার করি, সেইরূপ দয়াময়ের করুণামৃত পাইতে ইচ্ছা করিলে অগ্রে হৃদয় মন পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে।

(২৩৯)

কুক্কুরেরা পৌর্ণমাসীর পূর্ণশশীর সুবিমল সুস্নিগ্ধ কিরণেও ক্ষুব্ধভাবে ডাকিতে থাকে, তাহারা তাহার মাধুর্য্য হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারে না, আমরাও সেইরূপ দয়াময়ের সুবিমল প্রেম হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া তাঁহার মঙ্গলময় কার্য্যে অনেক সময় দোষারোপ করি। ইহাতেই আমাদের কুক্কুর-প্রকৃতি বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হয়।

(২৪০)

ঢাকের বাদ্য থাম্‌লেই মিষ্ট। এ সংসার-সুখবাসনারও নিবৃত্তিই মধুর।

(২৪১)

স্বর্ণকারেরা স্বর্ণ গলাইবার সময় যতক্ষণ তাহাতে আন্তরিক মলা থাকে ততক্ষণ তাহা অগ্নিতে দগ্ধ করে, যখন তাহা দ্রব হইয়া যায় ও নির্ম্মল বলিয়া বোধ হয় তখন তাহা ঢালিয়া পুনরায় অনলে উত্তপ্ত করিয়া লয় কিন্তু তাহাতেও স্বর্ণের পরীক্ষা শেষ হয় না। পরিশেষে তাহা গঠনের উপযোগী হইয়াছে কি না জানিবার জন্য সকলে তাহার উপর হাতুড়ীর ঘা মারিয়া চারিদিকে পিটিয়া লয় এবং তাহাতেও যদি ঐ সোণা চিড়্ না খায় তখন তাহা যথার্থ গঠনোপযোগী বলিয়া গ্রাহ্য করে। ভগবান আপন ভক্তগণকেও ঐরূপ পরীক্ষা করিয়া বাছিয়া লন; যতক্ষণ না তাহাদের আন্তরিক মালিন্য সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় ততক্ষণ তাহাদের দুঃসহ সন্তাপে পোড়াইয়া যখন তাহাদের মন বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল

বলিয়া অনুমান হয় তখন বাস্তবিক তাঁহার সেবার উপযোগী হইয়াছে কি না জানিবার জন্য নানাপ্রকার বিপদ প্রলোভনের নিদারুণ আঘাতে চারিদিকে পিটিয়া দেখেন, তাহাতেও যদি না চিড়্ খায় তবেই তাহাদের যথার্থ ভক্ত বলিয়া গ্রহণ করেন।

(২৪২)

সমুদ্রে নামিয়া যতই অগ্রসর হইবে ততই তাহার গভীরতা বৃদ্ধি হইবে। তদ্রূপ জ্ঞান সমুদ্রে ঝাঁপ দিলে ক্রমশঃ তলাইয়া যাইবে, কোন কালে আর উঠিতে পারিবে না।

(২৪৩)

হৃদয়ের গভীরতা না থাকিলেও তাহা যদি নির্ম্মল ও স্বচ্ছ হয় তাহা হইলে তাহা পরব্রহ্মের প্রতিবিম্ব গ্রহণের উপযুক্ত হইতে পারে। পরিষ্কার এক ফোঁটা জলেও সূর্য্য প্রতিবিম্বিত হন।

(২৪৪)

ছেলে মিষ্টি খেতে ভালবাসে কিন্তু বেশী মিষ্টি খেয়ে পেটে কৃমি জন্মাইলে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে তবু মিষ্টি খাইবার জন্য কান্না। ঔষধ কোনমতে খাইবে না সে যে তেঁতো, মার মহা মুস্কিল ছেলেকে সন্দেশ না দিলে নয়, পোড়া ছেলে কিছু-তেই থামিবে না তাই তিনি বনবন্ দিলেন। ছেলে তাহা পাইয়া মধুর বলিয়া মহানন্দে খাইল মারও ঔষধ খাওয়ান হইল। জগজ্জননীও আমাদের সংসার সুখভোগের বলবতী ইচ্ছা দেখিয়া সকল সুখই আপাতমধুর ও পরিণাম বিষম করিয়াছেন। বিষয়-সুখভোগের পরিণামে নির্ব্বেদ আসিয়া তজ্জনিত রোগ সমূহের উপশম করে।

(২৪৫)

সুচিকণ মণিতেও সূর্য্য প্রতিফলিত হন আর স্বচ্ছ সলিলেও হন। দু'য়েরই বিম্বগ্রাহিতা শক্তি আছে। কিন্তু সলিল-প্রতিবিম্বের তরঙ্গায়িত ঢল ঢল সৌন্দর্য্যই মধুরতর। দয়াময়ের মোহন ছবি জ্ঞান ও ভক্তি দুইয়েতেই প্রতিবিম্বিত হয় পরন্তু ভক্তির সদাই উচ্ছ্বাসপূর্ণ হৃদয়েই তাঁহার রূপের ছটা সমধিক বর্দ্ধিত হয়। উজ্জলে মধুরের ইহাই প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল।

(২৪৬)

কসাইয়ের দোকানের সাম্‌নে যে কুকুর বসিয়া থাকে কসাই মাংস নাড়া চাড়া করিলেই সে মনে করে তাহারই জন্য করিতেছে। মানুষ সেইরূপ সংসারে যাহা দেখে তাহাই মনে করে যেন তাহারই জন্য হইতেছে।

(২৪৭)

শিশু যখন "মা কাছে যাব" "মা কাছে যাব" বলিয়া ব্যাকুল ভাবে কাঁদে তখন তাহাকে খেলানা বা খাবার দিয়া কোনরূপেই ভুলাইয়া রাখা যায় না। আমাদের প্রাণও যখন সেইরূপ জগজ্জননীর জন্য যথার্থ কাঁদিয়া উঠিবে তখন সংসারের সহস্র সুখভোগ প্রলোভনেও তাহাকে শান্ত করিতে পারিবে না।

(২৪৮)

শূন্য নৌকায় সমুদ্রে গমন করা বড় সঙ্কট, কিছু ভার থাকা আবশ্যক, না হইলে নৌকা একপেশে হইয়া ডুবিয়া যাইবার আশঙ্কা, আবার অধিক বোঝাই হইলেও ডুবিয়া যায়, দু'ধারেই মুস্কিল। এ ভবসমুদ্রেও আমাদের উভয় সঙ্কট, কিছু কর্ম্ম করা চাই তা না হইলে ডুবিবে, আবার কর্ম্মের বোঝায় দিন দিন

আপনিই ডুবিতে থাকিবে, কোন ধারেই নিস্তার নাই। ঠিক পরিমাণ বজায় রাখিয়া কর্ম্ম করা বড়ই কঠিন।

(২৪৯)

দয়াময়ের শ্রীচরণ ভক্তের আরাধ্য ধন, তাহাই আবার মা কমলার সেবার জিনিষ, একবস্তুতে দুইজনের অনুরাগ হইলে তাহাদের পরস্পর সদ্ভাব হওয়া সুকঠিন। তাই ভক্তের সহিত মা কমলার বিশেষ সম্প্রীতি বড় একটা কখন দেখা যায় না।

(২৫০)

সংগীতধ্বনি দূর হইতে মধুরতর বোধ হয়, সুশোভন দৃশ্য দূর হইতে অধিকতর সুন্দর দেখায়, কুসুম-সৌরভ দূর হইতেই সমধিক অনুভূত হয়, এইরূপ প্রায় সকল উপভোগের বস্তুই দূর হইতে অধিক আদরনীয় হয়, তাই বলি, যদি ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিতে চাও তাহা হইলে ভোগ্য বস্তু হইতে দূরে থাকিও, নিকটে থাকিলে তাহার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য নষ্ট হইবে।

(২৫১)

বিহঙ্গের যেমন কেবল একটীমাত্র পক্ষ থাকিলে কিম্বা দুইটী পক্ষের একটী ছোট একটী বড় হইলে সে উড়িতে পারে না সেইরূপ মনুষ্যের অন্তর্দৃষ্টি ও বহির্দৃষ্টি দুইই চাই ও দুই সমান হওয়া চাই নতুবা তাহার মন উর্দ্ধতন ধামে উঠিতে পারে না।

(২৫২)

রাজা ও রাজপরিবারবর্গ রাজ্যের সাধারণ আইন কাননের বশীভূত নহেন। তাই যাঁহারা ভক্তিবলে ভগবানের অন্তরঙ্গ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন স্বভাবের নিয়ম তাঁহাদের আর আবদ্ধ করিতে পারে না; তাঁহাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা থাকে না, অনা-

হারে শরীর শীর্ণ হয় না, শীত গ্রীষ্ম অনুভূত হয় না, রোগ শোকে কাতর করিতে পারে না। তাঁহারা সদাই নৈসর্গিক নিয়মের আয়ত্তের বহির্ভূত।

(২৫৩)

খেতে বসিলে প্রথম পাতে শাক সুক্ত ও কটু তিক্ত ব্যঞ্জনাদি দেয়, আর শেষ পাতে সন্দেশ ক্ষীর পায়স পরমান্ন দেয়, এত ভাই জান তবে কেন পরমানন্দলাভের পূর্ব্বে সাধনার কষ্ট স্বীকার করিতে ভ্রূ কুঞ্চিত কর।

(২৫৪)

নিমগাছ ও আকগাছ পাশাপাশি জন্মাইলে দুইটীই এক মৃত্তিকা হইতে রস গ্রহণ করে তথাপি একটী তিক্ত ও অপরটী মিষ্ট হয়; তদ্রূপ ইহ সংসারে দয়াময়ের করুণামৃত সকলে সম ভাবে আকর্ষণ করিলেও নিজ নিজ কর্ম্মদোষে লোক ভাল মন্দ হয়।

(২৫৫)

সূর্য্যদেব উদিত হইবার পূর্ব্বে চারিদিক প্রসন্ন হয়, সমীরণ সুস্থির হয়, তাঁহার আরক্তিম আভায় আকাশ প্রভাসিত হয়। সেইরূপ ভগবানকে পাইবার পূর্ব্বে ভক্তবৃন্দের চিত্ত প্রসন্ন ও প্রশান্ত হয়, ইন্দ্রিয়গণের আবেগ প্রশমিত হয় ও হৃদয় অনুরাগে সুরঞ্জিত হইয়া উঠে।

(২৫৬)

বায়ু পিত্ত কফ সকল শরীরেই আছে; কাহারও বা বায়ু প্রবল, কাহারও বা পিত্তের প্রকোপ আর কাহারও বা কফাধিক্য দেখা যায়, এই তিন সমভাবাপন্ন হইলে শরীরে ব্যাধি থাকে না।

সেইরূপ সত্ব, রজঃ, তম এই তিনই মানব-প্রকৃতির উপাদান; ইহাদের পরিমাণের তারতম্যে কেহ বা সাত্বিক, কেহ বা রাজসিক, কেহ বা তামসিক ভাবাপন্ন হয়। এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থায় মনের সকল ব্যাধি দূর হয়। শরীরের স্বাস্থ্য বা মনের স্থৈর্য্য তত্তদুপাদানের সাম্য-সাপেক্ষ। এই সাম্যই সমাধির পূর্ব্বাবস্থা।

(২৫৭)

গুড় খাওয়া যায় কিন্তু সন্দেশে চিনি বেশী হইলে খাওয়া যায় না। আমরা বিষয় রসে মজিয়া আজি বেশ আছি কিন্তু একবার যখন ভগবৎ-প্রেমের আস্বাদন পাইব তখন তাহাতে বিষয়ের গন্ধ থাকিলে আর সহ্য হইবে না।

(২৫৮)

অনেক মিষ্টি আঁব আছে যাহার হাড়ে টক্? সেইরূপ সংসারে অনেক সুখ আছে যাহার পরিণাম বিষম। উপরে খোসার কাছে মিষ্টি লাগে বলিয়া লোকে খায় কিন্তু শেষে ছাড়িতে হয়।

(২৫৯)

ভাল ঘোঁড়া চালকের মৌখিক ইঙ্গিৎ মাত্রেই প্রধাবিত হয় কিন্তু দাম্ড়া গরুকে বাঁশের লাঠি দ্বারা ঠেঙ্গাইলেও এক পা নড়িতে চায় না। যাহার মন যেরূপ সে সেইরূপ উপায়ে মনকে শাসন করিবে।

(২৬০)

প্রথমে ঔষধার্থে সুরাপান করিয়া কালক্রমে অনেকের সুরাপানে আশক্তি জন্মায় তখন আর তাহা ছাড়িতে পারে না,

অসুখ সারিয়া গেলেও সুরাপান ত্যাগ করে না। হরিনাম সুধাও সেইরূপ ভবরোগের ঔষধি বলিয়া প্রথমে পান করিয়া পরে যখন তাহাতে মৌতাত হয় তখন আর তাহা ছাড়া যায় না। নারদাদি ঋষিবৃন্দ তাহার দৃষ্টান্তস্থল, তাঁহারা জীবন্মুক্তি লাভ করিয়াও নাম-সুধাপান ত্যাগ করিতে পারিলেন না।

(২৬১)

সূর্য্যের উদয়ও নাই অস্তও নাই। আমরা তাঁহাকে যখন দেখিতে পাই তখনই তাঁহার উদয়, আর যখন দেখিতে না পাই তখনই তাঁহার অস্ত। সেইরূপ ভগবানের দর্শন পাইলেই তিনি সাকার ও সৎ, আর তাঁহার দর্শন না পাইলেই তিনি নিরাকার ও অসৎ বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ তিনি নিত্য ও অনন্ত।

(২৬২)

সকল সুমিষ্ট দ্রব্যই অপরিণত অবস্থায় উপভোগ করিলে বিকৃতাস্বাদ লাগে। সেইরূপ প্রেমপদার্থ স্বভাব-মধুর হইলেও অপরিণতাবস্থায় তাহা সাতিশয় বিসদৃশ বোধ হয়।

(২৬৩)

চিল যখন প্রথম আকাশে উঠে তখন সে দুইটী পক্ষই সমভাবে চালনা করে কিন্তু যখন গগনের উচ্চস্তরে উঠে তখন আর সে পক্ষ চালনা করে না, স্থির প্রশান্ত ভাবে সুখে বিচরণ করে। সেইরূপ প্রথমে কর্ম্ম ও জ্ঞান দুইই চাই কিন্তু অধ্যাত্মরাজ্যে একটু উঠিতে পারিলে ক্রমশঃ আর কর্ম্ম বা জ্ঞানের কিছুরই আবশ্যক হইবে না।

(২৬৪)

কয়লা হইতে স্বাভাবিক নিয়মে হীরক হয়, সুক্তিতে প্রাকৃ-

তিক কারণে মুক্তা জন্মে, কোনও কৃত্রিম উপায়ে উহা করিতে পারা যায় না। সেইরূপ দয়াময়ের কৃপা না হইলে কাহারও হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হয় না। সহস্র চেষ্টা করিলেও কি কেহ লৌহকে সুবর্ণ করিতে পারে, আম্ড়াকে আঁব করিতে পারে? কুসুমে গন্ধ, ফলে মাধুর্য্য, পত্রে সৌন্দর্য্য, পুষ্পে পরিমল, এ সব কি কখনও মানুষের চেষ্টায় সাধিত হয়? এ সমস্তই স্বাভাবিক, ভগবৎপ্রেমও তদ্রূপ।

(২৬৫)

বর যাইতেছে বাজনা শুনিলে ছেলেরা ছুটিয়া দেখিতে যায়, যাইয়া ময়ূরপঙ্খী, খাস্‌গেলাসের আলো, পুতুল নাচ, গোরা বাজনা, বহু সংখ্যক গাড়ী ঘোড়া, তুড়ুক সওয়ার, বাজি, তামাসা প্রভৃতি বরের আনুসঙ্গিক সমারোহ হাঁ করিয়া দেখিতে থাকে, অবশেষে যাহার জন্য এত কাণ্ড সেই বর কেমন তাহা বলিতে পারে না! আমাদেরও সেই দশা হইয়াছে, জগতের সৌন্দর্য্যে ভুলিয়া, সংসারের সমারোহে উন্মত্ত হইয়া, নাচ তামাসা দেখিয়া মুগ্ধ হই আর আসল বস্তু দেখিতে পাই না। যাঁহার জন্য রবি শশী জ্বলিতেছে, কুসুম গন্ধ দিতেছে, বায়ু বহিতেছে, গ্রহনক্ষত্র-নিচয় ধরা আলোকিত ও পুলকিত করিতেছে তাঁহাকে দেখিতে আর আমাদের অবকাশ হয় না।

(২৬৬)

শুধু জল যতই জ্বাল দাও তাহা মরিয়া কখনই ক্ষীর হইবেনা। সেইরূপ যে প্রেমে ভগবানের নামগন্ধ নাই সে প্রেমে কখনই সুখ পাইবে না। সাংসারিক প্রেম যতই পরিণত ও ঘণীভূত হউক না কেন তাহার আস্বাদন কখনই মধুর হইবে না। প্রেম

ভগবানের সহিত মিশাইলে তবে পরিণামে বিমল আনন্দ পাইবে। ভগবৎ-প্রেমসুধা যতই ঘনীভূত হইবে ততই তাহাতে মজিবে ততই তাহার অনির্ব্বচনীয় মধুরিমা উপলব্ধি হইবে।

(২৬৭)

নব প্রণয়িনী আপন স্বামীর নাম মুখে উচ্চারণ করে না, করিতে পারে না, ভাবাবেগে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসে, কিন্তু অপরের মুখে স্বামীর নাম শুনিতে ভালবাসে; কাহারও নিকটে স্বামীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে না, উঠিলে তথা হইতে নড়িতে চায় না, বাধ্য হইয়া সে স্থান ত্যাগ করিতে হইলে অন্তরাল হইতে তাহা শুনিতে সমুৎসুকা হয়; অপরের সমক্ষে পতি-সান্নিধ্য পরিত্যাগ করে কিন্তু নির্জনে তাহার সহবাস মনে প্রাণে কামনা করে। প্রকৃত ভক্তের প্রথমাবস্থাও সেইরূপ, সে আপন হৃদয়-ধনের নাম মুখে আনে না, আনিতে পারে না, কিন্তু অপরের মুখে শুনিলে পরিতৃপ্ত হয়, আবার শুনিবার জন্য ব্যাকুল হয়; কাহারও সঙ্গে তাহার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে চাহে না, সাহস করে না কিন্তু কোথাও তাঁহার কথা হইলে তাহা শুনিতে সাতিশয় ব্যগ্র হয়, কাহারও সমক্ষে হৃদয়েশের প্রতি প্রেম প্রকাশ করে না কিন্তু সদাই তাঁহার প্রেমময় সত্ত্বা উপভোগ করিবার জন্য উৎসুক হইয়া নির্জন স্থান কামনা করে।

(২৬৮)

সুকুমার শিশু, রূপবতী যুবতী, সুশোভন দৃশ্য ও সকল সৌন্দর্য্যই আমাদের হৃদয়ে কিছুকাল স্থায়ী হয়; সুমধুর সংগীত, বিহঙ্গের সুললিত কুজন, শিশুর অস্ফুট-ধ্বনি আমাদের কর্ণকুহরে একবার প্রবেশ করিলে শীঘ্র আর বাহির হইতে চাহে না; কোন

সুরস স্বাদু দ্রব্য একবার আস্বাদন করিলে তাহার মাধুর্য্য যেন মুখে লাগিয়া থাকে; বিকসিত কুসুমের সৌরভ, চন্দনের মনোরম গন্ধ নাসিকাভ্যন্তরে একবার প্রবিষ্ট হইলে বহুক্ষণ থাকিয়া যায়; নবযৌবনা প্রিয়তমার সপ্রেম আলিঙ্গনে, নবজাত সন্তানকে বক্ষে ধারণে, প্রিয়তম বন্ধুর সুকোমল করস্পর্শে যে সুখানুভব হয় তাহা যেন প্রাণে নিবদ্ধ হইয়া থাকে। দয়াময়, তুমি নির্গুণ হইলেও তোমাতে রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দের মধুর সম্মিলন। সর্ব্বগুণের সাম্য ও সমাহারই তোমার নির্গুণত্বের প্রতিপাদক। যে সকল গুণের অভিব্যক্তি হৃদয়ে এরূপ এক অপূর্ব্ব অব্যক্ত স্থায়ীভাব আনিয়া দেয়, সেই সকল গুণের সমষ্টি স্বরূপ তোমাকে হৃদয়ে পাইলে যে এক অব্যক্ত মধুর ভাবসাগরে মন প্রাণ চিরনিমগ্ন হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি ?

